সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

প্রশাসন প্রবাহ

বৃহস্পতিবার | ৩য় বর্ষ ◆ সংখ্যা ০২ ◆ ১৫ আগস্ট ২০১৯ ইং ◆ ৩১ শ্রাবন ১৪২৬ বাংলা ◆ ১৩ জিলহজ ১৪৪০ হিজরী ◆ পৃষ্ঠা - ৮ ◆ মূল্য-৫ টাকা

সহজভাবে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বিচারপ্রার্থীদের সহজে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের প্রতি আরো পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

'মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে শোধ হবে জাতির পিতার রক্তের ঋণ'

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'জাতির পিতা রক্ত দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, দেশের প্রয়োজনে তিনি রক্ত পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আ.লীগ ক্ষমতায় বলেই দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে

নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কৃষি উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুজলা সুফলা সোনার বাংলাদেশের মূল স্তম্ভ কৃষিখাত। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চাবিকাঠিও এই কৃষি। গত পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের নানা কর্মসূচি

বাঙ্গালীর অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

অশ্রুভেজা ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাংলার আকাশ বাতাস নিসর্গ প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁরা অশ্রুর প্লাবনে। দিনটি উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা শহীদ করে দিয়েছিল, তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল আকাশেরই অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত সঙ্গিনের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি

গাছ লাগান, গাছের যত্ন করুন গাছ আপনাদের সমৃদ্ধি দিবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেছেন, মানব জীবনের অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে বৃক্ষ। বৃক্ষ আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রকে সুরক্ষা করে, অক্সিজেন দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করে। পাশাপাশি বৃক্ষ আমাদের জীবনকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে। মানবজীবনে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। ২২ জুলাই সোমবার বিকালে পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

'জনসংখ্যা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে ফরিদপুরে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কর্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

উন্নয়ন সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গহ ২১ জুলাই রোববার সকালে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন মুলক প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকারী কর্মকতা ও জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে নবাগত জেলা প্রশাসক

ফরিদপুরবাসীর সুখ-দুঃখের সাথী হতে চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পন। দেশ সমাজ ও জাতির উন্নয়নে সাংবাদিকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সাংবাদিকরা সুশাসন, উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপন করতে পারে। তিনি বলেন, ফরিদপুরে এসে আমার ভালো লাগলো যে এখানে সাংবাদিকরা তাদের পেশার প্রতি আন্তরিক। বিশেষ করে ফরিদপুরের উন্নয়নে তারা যেভাবে ভালো খবর প্রচার করে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আজকে আপনারা আমাকে আগামী পথচলায় যে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন তা আমাকে এখানে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি আপনাদের কাছের মানুষ হয়ে থাকতে চাই। আমার প্রতিটি ভালো কাজে আপনাদের সহযোগিতা আশাকরি। গত ২৬ জুন বুধবার বিকালে ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথাগুলো বলেন নবাগত জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসক আরো বলেন, আমরা মানুষ আমাদের ভূলক্রটি থাকতে পারে। তাই এখানে চলার পথে আমার কিংবা আমার প্রশাসনের কোন ভূলক্রটি হলে আপনারা সেটা আমাকে জানাবেন, সেটাই আমি প্রত্যাশা করি। তিনি বলেন, ঘরের সমস্যা ঘরেই পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সচেতনতামূলক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে ডেঙ্গু, গুজব, বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ আগস্ট সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার আয়োজনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

*ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে ডেঙ্গু, গুজব, বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার-**প্রশাসন প্রবাহ***

বরের আগেই কনের বাড়িতে হাজির এসিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক

বর আসার আগেই কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দিলেন ফরিদপুর সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোঃ পারভেজ মল্লিক। তার হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলো মিথিলা আক্তার (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রী। মিথিলা আক্তার ফরিদপুর বর্ধিত পৌরসভার উত্তর বিল মাহমুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। ৮ আগস্ট বুধবার পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুর জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ জুলাই সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বিভিন্ন উপজেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

প্রবাহ ডেস্ক

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফরিদপুরের মধুখালীতে মশক নিধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। সোমবার মধুখালী উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার যৌথ আয়োজনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মধুখালী উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মির্জা মনিরুজ্জামান বাচ্চু। এসময় উপস্থিত ছিলেন মধুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মোস্তফা মনোয়ার, সহকারী পুলিশ সুপার মধুখালী সার্কেল মোঃ আনিসুজ্জামান লালন, মধুখালী পৌর মেয়র খন্দকার মোরশেদ রহমান পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার চরঝাউকান্দা ইউনিয়নে বন্যাকবলিতদের মাঝে ত্রান বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ***-প্রশাসন প্রবাহ***

বন্যার্তদের পাশে জেলা প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার চরঝাউকান্দা ইউনিয়নের চরকালিকাপুর এলাকায় বন্যাকবলিত অসহায় পরিবারের পাশে দাড়িয়েছেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। ২২ জুলাই সোমবার সকাল ১০টার দিকে পদ্মা নদীর চরাঞ্চলে গিয়ে তিনি বন্যার্তদের কথা শোনেন এবং তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। এসময় জেলা প্রশাসক বলেন, সরকার যেকোনো দূর্যোগে মানুষের পাশে রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা ছুটে এসেছি আপনাদের পাশে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) উপজেলার মহারশি নদীর নলকুড়ার নবনির্মিত রাবারড্যাম

M/S Rafeea Construction
Md. Imtiaz Hasan Rubel
Proprietor
M/S Rafeea Construction
1st Class Government Contractor & GP
Corporate Office:
Brammonkanda, Sree Ongon
Faridpur Sadar, Faridpur-7800
E-mail : rafeeaconstruction@yahoo.com
Contact Us
Phone : 880631-66739
880631-66757
Mobile : 8801716-149922

সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

শেষ পৃষ্ঠা ❑ বৃহস্পতিবার

প্রশাসন প্রবাহ

৩য় বর্ষ ◆ সংখ্যা ০২ ◆ ১৫ আগস্ট ২০১৯ ইং ◆ ৩১ শ্রাবন ১৪২৬ বাংলা ◆ ১৩ জিলহজ ১৪৪০

নদী ভাঙ্গন কবলিতদের মাঝে চীফ হুইপ প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী'র ত্রান বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁর ভয়াবহ নদী ভাঙ্গন আক্রান্ত মাদারীপুরের শিবচর ও ফরিদপুরের সদরপুরের বিভিন্ন এলাকা গত ০১ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী পরিদর্শন করেছেন চীফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল, ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার সহ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা।

এসময় নেতৃবৃন্দ এই দুই নদী সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে ত্রান বিতরণ করেন ও ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেন। নেতৃবৃন্দ পদ্মা সেতু, আড়িয়াল খাঁ সড়ক ও রেল সেতু, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা রক্ষায় বড় ধরনের নদী শাষন প্রকল্প হাতে পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়কালে নবাগত জেলা প্রশাসক

টিম ফরিদপুর আপনাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, টিম ফরিদপুর আপনাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। মানুষের সেবা করা আমার একমাত্র উচ্চাসা। সততা, সাহস ও ন্যায় পরায়নত নিয়ে আমি মানুষের সেবা করতে চাই। যে কোন অন্যায় অত্যাচারের বিপক্ষে আমি সব সময় অটল থেকেছি। আমি বিশ্বাস করি আমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে আপনাদের সেবা করতে পারবো। আমি হিংসা, বিদ্বেষ, রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করি না। আমার দায়িত্ব পালনকালে কোন ভুল থাকলে তা যদি কেউ রুঢ়ভাবে দেখিয়ে থাকে আমি কিছু মনে করি না। আমি আমার ভুল ত্রুটি গুলো সংশোধনের চেষ্টা করি। তিনি বলেন, আমরা সকলে এক সাথে কাজ করলে ফরিদপুরের মানুষের কল্যান নিশ্চিত হবে। গত ৩০ জুন রোববার বিকালে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ফরিদপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভায় একথাগুলো বলেন নবাগত জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসক অতুল সরকার আরো বলেন, ফরিদপুরের মানুষেরা অনন্য, তারা ব্যাতিক্রম। ফরিদপুরের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট। তিনি বলেন, আমি পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে তিতুমির বাজারে ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ***-প্রশাসন প্রবাহ***

বোয়ালমারীতে জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের সুতলিয়া গ্রামের বালু ব্যবসায়ী অচিন্ত মন্ডলকে (৩৮) ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাকিলা বিনতে মতিন বুধবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ১৫ ধারায় এ জরিমানা আদায় করেন। শাকিলা বিনতে মতিন বলেন, ওই গ্রামের মৃত নবচন্দ্র মন্ডলের ছেলে অচিন্ত মন্ডল দীর্ঘদিন ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করে আসছিল।

'সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে হয়রানী সহ্য করা হবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক অতুল সরকার কর্মকর্তাদের সতর্ক করে বলেছেন, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে হয়রানী করা হলে কোনোভাবেই তা সহ্য করা হবে না। তিনি বলেন, ২০০৯ সালের বাংলাদেশ আর আজকের দেশ একরকম নয়। প্রতিটি উন্নয়নই আজ দৃশ্যমান। দেশের চলমান উন্নয়নের পাশাপাশি সেবার মানও উন্নত করতে হবে। তাহলেই সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়ন হবে। মানুষ কোনো কাজ নিয়ে অফিসে আসলে পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত সেবা প্রার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের টি কর্ণারের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ***-প্রশাসন প্রবাহ***

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে র‍্যালি ও লিফলেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

'নিজ আঙ্গিনা রাখি পরিষ্কার, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া করি বহিষ্কার, ফরিদপুর জেলা রাখবো সুন্দর, শান্তিতে থাকবে মোদের অন্তর'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ফরিদপুরে জনসচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধে, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, সুস্থ্য ও সুন্দর ফরিদপুর গড়ার লক্ষে দেশব্যাপী মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে এ র‍্যালির আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসন ও ফরিদপুর পৌরসভার আয়োজনে ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালিতে ডিসি-এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নিলেন ফরিদপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ও পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান। 'সুস্থ জীবন গড়ি, মাদককে না বলি' শ্লোগানকে সামনে রেখে ফরিদপুরে মাদকবিরোধী র‍্যালির আয়োজন করা হয়। গত ২৮ জুন শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকা রাউন্ড টেবিলের আয়োজনে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গনে র‍্যালির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। সাইকেল র‍্যালিটির উদ্বোধন শেষে র‍্যালিতে অংশ নেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার ও পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান। ফরিদপুর সাইক্লিস্ট সমিতির প্রায় দুই শতাধিক সদস্যের অংশগ্রহনে র‍্যালিটি সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে মুজিব সড়ক হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। র‍্যালির উদ্বোধনের পূর্বে ঢাকা রাউন্ড টেবিলের সভাপতি এজাজ মাহমুদের সভাপতিত্বে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গনে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে র‍্যালি অত্যান্ত সময় উপযোগী ও ইতিবাচক। আমি পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ফার্মেসীকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অভিযোগে মাসুদ ড্রাগ হাউজকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহরের মুজিব সড়কের নীলটুলী জনতা ব্যাংকের মোড়ে অবস্থিত মাসুদ ড্রাগ হাউজে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

হরিণের মাংস ভাগাভাগির সময় হাজির ম্যাজিস্ট্রেট

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের সদরপুরে গোপনে হরিণ জবাই করে মাংস ভাগাভাগির সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। গত ২ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় আদালত পরিচালনা করেন সদরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পূরবী গোলদার। জানা যায়, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সদরপুর উপজেলার চরবিষ্ণুপুর ইউনিয়নের মোলামের ডাঙ্গী গ্রামের হায়দার মাস্টারের বাড়িতে হরিন জবাই করে মাংস ভাগাভাগি করার সময়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান সদরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পূরবী গোলদার। অভিযানকালে প্রায় ১০ কেজি হরিনের মাংস ও জবাইয়ের সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়। এসময় বাড়ির মালিক মোঃ হায়দার পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের মধুখালীতে ভেজাল পণ্য বাজারজাত করনের অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের দামোদরদি গ্রামের আঃ কাদের খানের ছেলে মোঃ ইউসুফ খান নিজ বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্রান্ডের মোবেল, পেট্রোল ও গুড়া মসলা প্যাকেট করে বাজারজাত করে আসছিলেন। পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোকসানা রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ জাকির হোসেন খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান খান। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ সালাউহদ্দিন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা সহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের সদরপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ এবং ৪০তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ইউএনও পূরবী গোলদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন সদরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কাজী শফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলায় গাছ হবে রক্ষা কবজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, একটি গাছ মানেই হচ্ছে একটি প্রাণ। গাছকে তুচ্ছ ভাবার কোন সুযোগ নেই। আগামীতে সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে জীবন যাপন করতে হলে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। ভবিষ্যতে আমারদের প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলা করতে হলে গাছই হবে রক্ষা কবজ।

গত ২৫ জুন মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বৃক্ষ রোপণকালে একথাগুলো বলেন নবাগত জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোকসানা রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ঃ **অতুল সরকার**, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর। সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ **মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা**, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ফরিদপুর।
প্রকাশক কর্তৃক সুপ্তি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, বদরপুর, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত।

সহজভাবে বিচারপ্রার্থীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসাইনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন বাসসকে বলেন, সাক্ষাতকালে রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপ্রার্থীদের সহজে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বিচারকদের আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাছে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সামগ্রিক কর্মকান্ড আরো বেগবান করতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রশংসা করেন। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন যে, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আদালতে সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, বিশেষ করে ৫ বছরের পুরনো অনিষ্পত্তিকৃত মামলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রধান বিচারপতি ও প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার, বিচারপতি তারিক উল হাকিম, বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ, বিচারপতি মো. আসফাকুল ইসলাম, বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি নাইমা হায়দার। রাষ্ট্রপতির দফতরের সংশ্লিষ্ট সচিবগণ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

'মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে শোধ হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেবেন। তিনি ঠিকই রক্ত দিয়েছিলেন। তার সেই রক্তের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে।' রাজধানীর ধানমন্ডিতে বৃহস্পতিবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষক লীগ আয়োজিত রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভায় মোবাইল ফোনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন লন্ডনে সফররত প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ধানমন্ডি এলাকায় লেক কাটার পরে সব গাছ তিনি নিজে পছন্দ করে লাগিয়েছিলেন। তার যে প্রকৃতি প্রেম-ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিবেশ রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা সেটা আমরা সব সময় স্মরণ করি। আজকের এ দিনে শুধু রক্তদান কর্মসূচি নয়, তার সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও ঘোষণা করছি। এ কারণে যে আমাদের বাংলাদেশটা রক্ষা করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ যেহেতু একটি বদ্বীপ, তাই আমরা প্রতিনিয়তই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হই। এ যুদ্ধ থেকে বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশকে আরও ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এটা অর্থকরীও বটে। মানুষ, পরিবার যে বৃক্ষরোপণ করে সেখান থেকে নানা ফলমূল হয়। তা নিজেরা যেমন খেতে পারে, বিক্রি করেও পয়সা পায়। যে কাঠ হয় সেটাও তারা বিক্রি করতে পারে। ভেষজ গাছ লাগালে সেটা আমাদের আয়ুর্বেদিক ওষুধের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে আমরা এটা প্রতি বছর পালন করে আসছি। আজকে জাতির পিতার উদ্দেশে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষা, মানুষের জীবন মান উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা এ উদ্যোগটা গ্রহণ করেছি।' তিনি আরও বলেন, '১৫ আগস্ট উপলক্ষে আমরা নিয়মিত রক্তদান কর্মসূচি পালন করে থাকি। আপনার রক্ত একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে সহযোগিতা করে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রক্ত দিলে, রক্ত কমে না। রক্ত বাড়ে। একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষা হয়। এ জীবন রক্ষার জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার যে কোনো মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা মানবতার জন্য দরকার।' তিনি বলেন, 'ইদানীং আমাদের দেশে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা হলো ডেঙ্গুর প্রভাব। সেই ডেঙ্গুর প্রভাবমুক্ত করার জন্য আমি কতগুলো নির্দেশনা দিয়েছি। আমি মনে করি আমাদের পার্টির প্রত্যেকটা মানুষ সেটা মেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে মশার বংশবিস্তার যাতে না হতে পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখা, পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা। নিজের ঘরবাড়ি সব কিছুকে সুরক্ষিত করা হয়। সে জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।' শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমরা সব দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তৃণমূল পর্যন্ত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ করে দিচ্ছি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছি। গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছি। আমরা খাদ্য নিরাপত্তা দিয়েছি এবং পুষ্টির জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। বাংলাদেশ সার্বিকভাবে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সহযোগী সংগঠনের সব নেতাকর্মী যারা মুজিব আদর্শে বিশ্বাসী, আমি তাদের এ আহ্বান জানাব তারা যেন আর্তমানবতার সেবা করে, মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করে। এর থেকে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায় তা আর কিছুতে পাওয়া যায় না। মহৎ আদর্শের জন্য মহান ত্যাগের প্রয়োজন বলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'অন্তত পক্ষে একজন তিনটা করে বৃক্ষরোপন করবেন। একটি বনজ, একটি ভেষজ ও একটি ফলজ বৃক্ষ। এর থেকে যত বেশি পারেন, আপনারা সকলে গাছ লাগান। উপকূলীয় অঞ্চলের জ্বলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবুজ বেষ্টনী আমাদের একান্তভাবে দরকার। সেই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন, আপনাদেরও ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা দরকার। সেই সাথে আমরা আমাদের পরিবেশ যেন রক্ষা করতে পারি।' লন্ডনে সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমি খুব শিগগিরই দেশে ফিরে আসব। এখানে আমরা ৩ তারিখে জাতীয় শোক দিবস পালন করতে যাচ্ছি প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে।' আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন-আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী প্রমুখ।

আ.লীগ ক্ষমতায় বলেই দেশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ না থাকলে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেতাম না। একটি পতাকা ও জাতীয় সংগীত পেতাম না। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। ফরিদপুরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে পেরে আমরা ধন্য। তিনি বলেন, এতো বড় ও জামজমকপূর্নভাবে অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে বলে জানা নেই। এই উদযাপন মাইলফলক হিসেবে থেকে যাবে। এজন্য ফরিদপুরের জনগনকে তিনি অভিনন্দন জানান।

মঙ্গলবার বিকালে ফরিদপুর শহরের বদরপুরে আফসানা মঞ্জিলের সবুজ চত্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ বছর আওয়ামী লীগকে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, এদেশের জনসংখ্যা যখন সাড়ে ৭ কোটি ছিল তখন আমাদের বিদেশ থেকে চাল আমদানী করতে হতো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসার পর তার অসাধারন নেতৃত্বে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন করেছেন। ৭ কোটি জনসংখ্যা থাকতে যেখানে খাদ্য আমদানী করতে হতো সেখানে দেশে জমির পরিমান না বাড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারন নেতৃত্বের কারনে জনসংখ্যা ১৭ কোটিতে উন্নীত হওয়ার পর আজ আমরা খাদ্যশষ্য রপ্তানী করতে পারছি। আসুন আমরা এ অসাধারন নেতৃত্বের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন শুধু খাদ্যে নয় সর্বক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধন করেছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেলে পরিনত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নের কথা উঠলেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশকে উদাহরন হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই ফরিদপুরেই বিগত দশ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে গত চল্লিশ বছরে তা হয়নি। আজ ফরিদপুরের আনাচে কানাচে বড় বড় বিল্ডিংয়ে ভরে গেছে। কারন এখন আর কাউকে বাড়ি বানাতে গিয়ে চাঁদা দিতে হয় না। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে একটি টিনের ঘর উঠাতে হলেও মানুষকে চাঁদা দিতে হতো। ফরিদপুরের মানুষ চাঁদাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ট ছিল। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারন নেতৃত্বের কারনে আজ সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তিনি বলেন, আসুন আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারন নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে এদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত করার বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর ডা. হাবিবে মিল্লাত মুন্না। বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ঝর্ণা হাসান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও কোতয়ালী আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী বরকত ইবনে সালাম, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এ এইচ এম ফোয়াদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মোঃ আক্কাস হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহমুদ শামীম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যৌথভাবে জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট অনিমেষ রায়, প্রচার সম্পাদক মুনীর হোসেন, উপ-প্রচার সম্পাদক সৈয়দ সোহেল রেজা বিপ্লব।

উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ লোকমান হোসেন মৃধা, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী বাবু মৃধা, সাদেকুজ্জামান মিলন পাল, পৌর মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথু, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার নাজমুল ইসলাম লেভী, কৈজুরী ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ইফতেখার মোহাম্মদ ইকু, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সরোয়ার হোসেন সন্টু ও ফরিদা ইয়াসমিন, ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ইমতিয়াজ হাসান রুবেল সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন এপার বাংলা-ওপার বাংলার দেশ বরেণ্য শিল্পীরা।

বাঙ্গালীর অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার আকস্মিতায়। অনির্বাণ সেই শোক বহমান। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। ১৫ আগস্ট শোকার্দ্র বাণী পাঠের দিন, স্বাধীনতার স্তপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী। পঁচাত্তরে এই দিন স্ত্রী বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসের, দুই পুত্রবধু ও এক সহোদর আত্মীয়-পরিজনসহ নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ঘটনার সঙ্গে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট মধ্যরাতের এই বর্বর হত্যাকান্ড-ই তুলনীয় হতে পারে যেখানে নারী-শিশুসহ নির্বিচারে একটি বর্বর গণহত্যা চালানো হলো। একাত্তরের গণহত্যা করলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে গণহত্যা চালালো পাক হানাদারদেরই এদেশীয় দোসর সমর্থক কিছু বিশ্বাস ঘাতক। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় আস্থাহীন দেশীয় কিছু রাজনীতিকের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে শহীদ হন সেই কালরাতে। ১৫ আগস্টের নির্মম সেই হত্যাযজ্ঞে আরও নিহত হন বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, শিশু পৌত্র সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তস্বত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, নিকটাত্মীয় শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা রাষ্ট্রপকির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন কর্মকর্ত ও কর্মচারী। জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে এসব শহীদকেও। বঙ্গবন্ধুকে দৈহিক ভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনিই। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন অমর তিনি। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে। তাই চিরঞ্জীব তিনি এ জাতির চেতনায়। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আর ধর্ম নিরপেক্ষতার দর্শনে দেশের সংবিধানও প্রণয়ন করেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শোষক আর শোষিতে বিবক্ত সেদিনের বিশ্ববাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের পক্ষে। পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারবাহিকতায় বঙ্গগবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক ভাষনে স্বাধীনতার যে ডাক দিয়েছিলেন তা অবিস্মরনীয়। সেদিন তার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই অমর আহবানেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল নিপীড়িত কোটি বাঙালি। সেই মন্ত্রপূত ঘোষনায় বাঙালি হয়ে উঠেছিল লড়াকু এ বীরের জাতি। আবার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাতে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠেই জাতি শুনেছিল মহান স্বাধীনতার অমর ঘোষনা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ওই রাতে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি বাস-ভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর মহান মুক্তিযদ্ধের নয় মাস তাকে বন্দি থাকতে হয় পাকিস্তানের কারাগারে। তার আহবানেই চলে মুক্তিযুদ্ধ। বন্দিদশায় মৃত্যুর খবর মাথায় ঝুললেও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করেননি অকুতভয় এ মহান নেতা। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাঙালির প্রানপ্রিয় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। বীরের বেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তার স্বপ্নের স্বাধীন বাঙলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি দেশের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেন বঙ্গবন্ধু। দেশ গড়ার এই সংগ্রামে চলার পথে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার দেশের মানুষ কখনো তার ত্যাগ ও অবদান ভুলে যাবে না। অকৃতজ্ঞ হবে না। নবগঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু তাই সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের সাধারণ বাড়িটিতেই বাস করতেন। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একেরপর এক চক্রান্তের ফাদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। এরাই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে হামলা চালায় গভীর রাতে। হত্যা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে। বিশ্ব ও মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুই নয়, তার সংগে বাঙ্গালির হাজার বছরের প্রত্যাশার অর্জন স্বাধীনতার মহোত্তম আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। মুছে ফেলতে অপপ্রয়াস চালিয়েছিল বাঙ্গালির বীরত্ব গাথার ইতিহাসও। বঙ্গবন্ধুর নৃশংসতম হত্যাকান্ড বাঙ্গালি জাতির জন্য করুন বিয়োগ গাথা হলেও ভয়ংকর ওই হত্যাকান্ডে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আড়াল করার অপচেস্টা হয়েছে। এমনকি খুনিরা পুরস্কৃতও হয়েছে নানাভাবে। হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল বঙ্গবন্ধুর খুনি মোশতাক সরকার। তবে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসি-নার নেতৃত্বে আ্ওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে ইনডেমনিটি অদ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা এবং নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে বিচার সম্পন্ন হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ০৭ আগস্ট বেলা ৩.০০ ঘটিকায় শিশু একাডেমী, ফরিদপুর শিশুদের নিয়ে হামদ, নাত, কেরাত, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, রচনা ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর প্রতিযোগিতা, পুস্তক বিক্রয় প্রদর্শনী এবং মিলাদ মাহফিল। ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্ব স্ব কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা। সকাল ৮.০০ ঘটিকায় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি। শোক র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে শুরু করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে এসে শেষ হবে। সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় রাজেন্দ্র কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে (শহর ক্যাম্পাস), ফরিদপুর এ শোক র‍্যালি শেষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। সকাল ৯.০০ ঘটিকায় রাজেন্দ্র কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনীর উপর আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরন। বাদ জোহর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন শাহ-ফরিদ দরগা জামে মসজিদসহ জেলার সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত। একই দিন সুবিধামত সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ফরিদপুর সহ জেলার সকল মন্দির, ব্যাপ্টিষ্ট চার্চসহ সকল গীর্জা, জেলার সকল প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা। বিকাল ৩.০০ ঘটিকা জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মহিলাদের মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার ব্যবস্থা। একই দিবসের সুবিধামত সময়ে আ্ওয়ামীলীগ কার্যালয়ের সম্মুখে ও জেলার সুবিধাজনক স্থানে রক্তদান কর্মসূচি।

বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় প্রধান অতিথি আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, মাননীয় সভাপতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এর উপস্থিতিতে অম্বিকা মেমোরিয়াল হল, ফরিদপুর এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনীর উপর আলোচনা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া প্রশিক্ষিত বেকার যুবকদের মাঝে যুব ঋনের চেক বিতরণ। শোক দিবস উপলক্ষে ০১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মাসব্যাপী সুবিধামত সময়ে জনতা ব্যাংক মোড়, ভাংগা রাস্তার মোড়, টেপাখোলা মোড়সহ শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্তস্থান ও বিভি-ন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উপর চিরঞ্জিব বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, ছোটদের বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা শীর্ষক প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন। ০১ আগস্ট থেকে ০৬ আগস্ট পর্যন্ত সুবধিামত সময়ে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সকল উপজেলায় প্রতিযোগিতার আয়োজন। সকল কর্মসূচিতে জেলার সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক আহবান জানানো হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনে ঈর্ষণীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এক দশকে কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কৃষিজমি কমতে থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয় আর চাল ও মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

বর্তমানে বাংলার কৃষকদের জন্য ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, সেচের পানির ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয় এবং সেই সঙ্গে ১ কোটি ৮২ লাখের বেশি কৃষকের মাঝে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে সরকারি ভাবে। যুগান্তকারী এসব পদক্ষেপের ফলে কৃষিতে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য।

সরকার কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের ৩৫টি জেলায় ২৫ শতাংশ ভর্তুকিতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। আউশে প্রণোদনা প্যাকেজও অব্যাহত আছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের জন্য পথিকৃৎ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ইতিমধ্যে ৮০টির অধিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবন করেছে ১৭ টি ধানেরজাত। এর বাইরে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলো ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়া ব্রি ও বিনার বিজ্ঞানীরা ১৬টি প্রতিকুল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে লবণ সহিষ্ণু নয়টি, খরা সহিষ্ণু দুটি ও বন্যা সহিষ্ণু পাঁচটি ধানের জাত। সব মিলিয়ে ধান গবেষণা ও উৎপাদনে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর দ

নদী ভাঙ্গন কবলিতদের মাঝে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার তাগাদা দেন। ভাঙ্গন কবলিতদের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ভাঙ্গন প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক নির্দেশনা দেয়া ছাড়াও বৃহত্তর ফরিদপুরকে ঘিরে বড় প্রকল্প হাতে নেয়ার ঘোষনাও দেন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চীফ হুইপ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী শিবচর উপজেলার পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গন আক্রান্ত চরজানাজাত ইউনিয়ন পরিদর্শন করে ত্রান বিতরণ করেন। পরে তারা একই নদীর ভাঙ্গন আক্রান্ত বন্দরখোলা পরিদর্শন করেন।

দুপুরে তারা আড়িয়াল খাঁ নদের ভাঙ্গন কবলিত ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার চরমানাইর এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী ভাঙ্গনের ভয়াবহতা তুলে ধরেন।

নদী ভাঙন কবলিত উপজেলার চরমানাইর ইউনিয়নের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে চরবন্দরখোলা সিনিয়র মাদ্রাসা মাঠে ক্ষতিগ্রস্থ দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি নগদ দুই হাজার টাকা ও এক প্যাকেট করে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে সদরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পূরবী গোলদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চীফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন। বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমানসহ কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার, সদরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কাজী শফিকুর রহমানসহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টিম ফরিদপুর আপনাদের সেবায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আমার কাজে যোগদানের পূর্বে ফরিদপুর সদর আসনের সাংসদ, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন স্যারের সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন, ফরিদপুর আপনার ভাল লাগবে। আপনার যে কোন ভাল কাজের সাথে আমি আছি। ভাল কাজের সাথে আমাকে পাবেন। তিনি বলেছেন, আসুন আমরা সকলে মিলে ফরিদপুর কে মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তুলি।

জেলা প্রশাসক বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন স্যার আমাকে যে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন স্যারের পরামর্শে কাজ করে আমরা ফরিদপুর কে অনেক দুরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

অতুল সরকার বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নাগরিক সেবা জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরিদপুরে যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। ফরিদপুর সিটি করপোরেশন, ফরিদপুর বিভাগ বাস্তবায়িত হবে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যান্ত সদাশয় ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। বিশ্বের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি অন্যন্য। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল।

তিনি আরো বলেন, এখন সময় আমাদের। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত করার এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। আমি আপনাদের কাছের মানুষ হয়ে আপনাদের সুখে দুঃখে একীভূত হয়ে ফরিদপুরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে ফরিদপুরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ফরিদপুর এ দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলায় পরিনত হবে এ প্রত্যাশা আমার।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোকসানা রহমানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ লোকমান হোসেন মৃধা, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার নাজমুল ইসলাম লেভী, রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোশার্রফ আলী, করিম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া, ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ইমতিয়াজ হাসান রুবেল, সহযোগী অধ্যাপক রিজভী জামান, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঝর্ণা হাসান, যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক এ্যাডভোকেট স্বপন পাল, স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, শ্রমিকলীগের সভাপতি মোঃ আক্কাছ হোসেন, চেম্বার অব কর্মাসের আওলাদ হোসেন বাবর, আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট বাবু মোল্যা, ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ শীলা রানী মন্ডল, ডা. আসম জাহাঙ্গীর হোসেন টিটুসহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

‘সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাকে দ্রুত সেবা প্রদান করতে হবে। আর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে অথবা আইনগত জটিলতা থাকলে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, সেবা গ্রহনকারী কোনো লোককে বীনা কারনে হয়রানীর শিকার হতে দেওয়া যাবে না। দেশে শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা চালু রয়েছে। স্কুলগুলোতে ‘মিড ডে মিল’ চালু করার উপর গুরুত্বারোপ করেন জেলা প্রশাসক। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্থ কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ছদ্মবেশে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের মাঝে ঘুরবেন। এতে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কতটুকু সৎ বা অসৎ তা তিনি টের পেয়ে যাবেন বলেও উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে সকলের সহায়তা কামনা করেন।

গত ৩ জুলাই বুধবার সকাল ১১ টায় জেলার চরভদ্রাসন উপজেলা অডিটরিয়ামে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন নবাগত জেলা প্রশাসক অতুল সরকার।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেসমিন সুলতানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোবাশ্বের হাসান, ফরিদপুর পাউবো’র নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ, উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মোশারফ হোসেন মুসা ও চরভদ্রাসন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হোসেন।

শিক্ষিকা শিরিন সুলতানার সার্বিক পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ফারজানা নাসরীন। অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য দেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোতালেব হোসেন মোল্যা, কৃষি অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আজাদ খান, মোঃ ইয়াকুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন খালাসী, সাংবাদিক মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ও আব্দুস সবুর কাজল প্রমূখ।

এর আগে নবাগত জেলা প্রশাসক উপজেলা পরিষদ চত্তরে একটি গাছের চারা রোপন করেন। পরে উপজেলার ভাঙন কবলিত পদ্মা নদী তীরে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মান প্রকল্প পরিদর্শন করা সহ লোহারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও আব্দুল শিকদার ডাঙ্গী গ্রামে ‘একটি বাড়ী, একটি খামার’ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিন করে সরকারি তিতুমির বাজারের ২নং গেটে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের নেতৃত্বে একটি টিম তিতুমির বাজারের ব্যবসায়ীদের মাঝে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোকসানা রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ আসলাম মোল্যা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সালাহউদ্দিন, পৌরসভার মেয়র শেখ মাহাতাব আলী মেথু, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ঝর্ণা হাসান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার নাজমুল ইসলাম লেভী, রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোশার্রফ আলী, স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. আক্কাস হোসেন, মহিলা লীগের সায়েদুন নাহার পান্না, মাহফুজুর রহমান মামুন প্রমূখ।

মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালীতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফরিদপুরের সকলের প্রতি অনুরোধ করবো মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার। তিনি বলেন, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত ফরিদপুর চাই আমরা। ফরিদপুরে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। তিনি আরো বলেন, এই র‍্যালীর ব্যাপারে ফরিদপুরের মাননীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন স্যার কে জানালে তিনি বলেন এটা খুবই ভাল উদ্যোগ। এই উদ্যোগ সারা ফরিদপুরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক বলেন, আমরা এই উদ্যোগ সারা ফরিদপুরে ছড়িয়ে দিবো। তিনি বলেন, মাদক ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই সীমিত। তাদের প্রতিহত করতে চাই। তিনি বলেন, আসুন আমরা মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াই। ফরিদপুর মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত থাকবে এ হলো আমাদের অঙ্গিকার ।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ মোবাশ্বের হাসান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক রিজভী জামান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসানউজ্জামান, ফরিদপুর সাইক্লিস্ট সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সহ-সভাপতি সিফাত উদ্দিন বেগ, কোষাধ্যক্ষ ইশাদ, সদস্য ডা.তমাল, এমদাদুল হাসান, ফাহাদ, শোভন সাহা উপস্থিত প্রমূখ।

র‍্যালীর আয়োজক রাউন্ড টেবিলের সভাপতি এজাজ মাহমুদ বলেন, গত বছর ছোট বেলার স্মৃতি সাইকেল চালানোর বিষয়টি স্মরণ করতে গিয়ে সাইকেল র‍্যালী করার ইচ্ছে হয়। এরপর মনে হলো যে সমাজের মাদকের যে ভয়াবহতা এই র‍্যালীর মাধ্যমে যদি সতেচনতা সৃষ্টি করা যায় তবে ভাল হয় তখন বিষয়টি জুড়ে দেই। এরপর গত এক বছরে প্রথমে ঢাকা, তারপর খুলনা, সিলেট এরপর ফরিদপুর এই চারটি র‍্যালী আমরা করেছি। এটি অব্যাহত থাকবে। এতে যদি একজনও মাদক আসক্ত থেকে ফিরে আসে অথবা একজনও যদি সচেতন হয়ে এই পথে না যায় সেটাই স্বার্থকতা। র‍্যালীটির স্পন্সর করে দৈনিক ভোরের প্রত্যাশা, সমকাল, ৭১ টিভি, বার্তা ২৪. কম, এ্যাবলুম রেস্টুরেন্ট ও রাজেন্দ্র ঔষধালয়।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও এনডিসি বায়েজিদুর রহমান। আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট বায়েজিদুর রহমান জানান, মাসুদ ড্রাগ হাউজ বেশি দামে ওষুধ বিক্রি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করে আসছিল এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে সেখান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করা হয় এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫১ ধারা তাদের কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। তিনি জানান, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পুরস্কার বিতরণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ড.কাকলী মুখোপাধ্যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ শফিক উল্লাহ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জিনিয়া নাজনীন কল্পনা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ জালাল উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ। এ বছর সদরপুর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, শ্রেনী শিক্ষক, রোভার স্কাউট শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মাঝে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ মোস্তফা মনোয়ার ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। ভেজাল পণ্য বাজারজাত করনের অপরাধে মোঃ ইউসুফ খানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত।

হরিণের মাংস ভাগাভাগির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হোসেন কে আটক করা হয়। পরে হায়দার হোসেনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হরিণ পাচারের সাথে জড়িত ভাষানচর ইউনিয়নের আমিরাবাদ গ্রামের কালাম মৃধার বাড়িতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়ে কালাম মৃধা কৌশলে পালিয়ে যায়। আদালত কালাম মৃধার স্ত্রী সোনিয়া আক্তার কে আটক করে। আদালতের কাছে কালাম মৃধার স্ত্রী সোনিয়া আক্তার তার স্বামীর দোষ স্বীকার করেন। পরে আটককৃতদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যায় আটককৃতদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বন্যপ্রানী সংরক্ষন ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ সালের ১১এর খ ধারায় মোঃ হায়দার হোসেন কে ৫০ হাজার টাকা ও সোনিয়া আক্তার কে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সদরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পূরবী গোলদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় হরিনের মাংস উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। উদ্ধারকৃত মাংস সদরপুর ইউনিয়নের পূর্বশ্যাম জামিয়া ইসলামীয়া এতিমখানা মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।

প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আসলাম মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সালাহউদ্দিন, এনডিসি মোঃ বায়েজিদুর রহমানসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাছ লাগান, গাছের যত্ন করুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শহরের ব্রক্ষসমাজ সড়কে পক্ষকাল ব্যাপী বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি উপস্থিত ফরিদপুরবাসীর প্রতি গাছ লাগানোর আহবান জানিয়ে বলেন, আপনাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় অথবা ছাদে গাছ লাগান। এতে আপনাদের পরিবেশ যেমন নির্মল থাকবে একইভাবে আপনারা অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হবেন। তিনি বলেন, একটা ভ্রান্তধারনা প্রচলিত আছে যে, ফরিদপুরে সেগুন গাছ হয় না। সেগুন কাঠ অত্যান্ত মূল্যবান। ফরিদপুরে যে সেগুন গাছ হয় এবং খুব ভালোভাবেই হয় তার প্রমান বদরপুরে আমার বাড়ীর সেগুন বাগান। আমার বাড়ীর পেছনে আমি আট হাজার সেগুন গাছ লাগিয়েছি। প্রত্যেকটি গাছই সতেজ হয়েছে। বিশ বছর পর একেকটা গাছের মূল্যে নূন্যতম ৫০ হাজার টাকা হবে। তিনি বলেন, এই সেগুন গাছই আমাকে কোটি কোটি টাকার সংস্থান করে দিবে। তিনি উপস্থিত ফরিদপুরবাসীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন, আপনারাও এধরনের বাগান করে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পারেন। তিনি আরো বলেন, বদরপুরে আমার বাড়ীতে আমি নানা প্রজাতির গাছ লাগিয়েছি। অনেক বিরল প্রজাতির গাছও আমার বাড়িতে রয়েছে। তাছাড়া সেখানে রয়েছে নানা ধরনের পশুপাখি।

ফলে আমার বাড়ির পরিবেশ হয়েছে অত্যান্ত মনমুগ্ধকর। তিনি বলেন, বৃক্ষ রোপন করে আপনারা আপনাদের পরিবেশকে সুন্দর, সজীব করতে পারেন। তাই আসুন আমরা গাছ লাগাই, গাছের যত্ন করি, গাছও আমাদের যত্ন নেবে।

তিনি নার্সারী মালিকদের দুইটি দাবীর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের একটি দাবী হচ্ছে বৃক্ষ মেলাকে পনের দিনের স্থলে এক মাস করার। তিনি জেলা প্রশাসককে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেওয়ার আহবান জানান। নার্সারী মালিকদের গাছ বেচাকেনার স্থায়ী জায়গা প্রদানের দাবীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আপনারা জায়গা দেখেন এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, নিজেদের বাড়ির আঙ্গিনায় পরিকল্পনা করে বৃক্ষ রোপন করলে চারটি সুবিধা পাওয়া যায়।

একটি হচ্ছে বাড়ির শোভা বর্ধন করে, দ্বিতীয় আদ্রু রক্ষা করে, তৃতীয় অক্সিজেন দিয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, চতুর্থত অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করে। মানবজীবনে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আসুন বৃক্ষ রোপন করি, বৃক্ষের যত্ন করি, বৃক্ষ আমাদের যত্ন নিবে।

জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের আয়োজনে বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ লোকমান হোসেন মৃধা, পুলিশ সুপার মোঃ জাকির হোসেন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, পৌর মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথু, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, বেসরকারী নার্সারী মালিক সমিতি ও জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মোঃ আক্কাছ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এনামুল হক ভূইয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোকসানা রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার নাজমুল ইসলাম লেভী, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী বরকত ইবনে সালাম, জেলা যুবলীগের আহবায়ক এএইচ এম ফোয়াদ, ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ইমতিয়াজ হাসান রুবেল, কৈজুরী ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ইফতেখার মোহাম্মদ ইকু, স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শওকত আলী জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ বিন ওয়াজেদ ফাইন, ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহমুদ শামীম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, নার্সারী মালিক সহ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। মেলার উদ্বোধন শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। পক্ষকালব্যাপী মেলায় বনজ, ফলজ ও ঔষধী গাছের বিভিন্ন নার্সারির ২৭ টি স্টল রয়েছে। পরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে শহরের অম্বিকা মেমোরিয়াল হল সংলগ্ন জুবলী ট্যাঙ্ক পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি।

ফরিদপুরবাসীর সুখ-দুঃখের সাথী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমাধান করতে হয়। তাহলে সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করা যায়। তাই আমার প্রত্যাশা থাকবে আমার ভূলত্রুটিগুলো আপনারা আমাকে দেখিয়ে দিবেন, আমরা পরস্পরে মিলে সেটা সমাধানের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, আমি ফরিদপুরে আসার আগে ফরিদপুর সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশার-রফ হোসেন স্যারের সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে বলেছেন, আপনি স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। আপনার যেকোন ভালো কাজের সাথে আমি আছি। তার এই কথা আমাকে আমার চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। আমি আশা করবো এ জেলার অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছেও আমি সহযোগিতা পাবো।

নবাগত জেলা প্রশাসক বলেন, আজকে আপনাদের কথার মধ্যে দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম ফরিদপুর এদেশের মধ্যে একটি অন্যতম উন্নত ও শান্তিপূর্ন জেলা। আপনারা এজেলার আরো উন্নয়ন ও শান্তি অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদের এই কর্মযজ্ঞের সাথে আমি সহযোদ্ধা হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে ফরিদপুরের উন্নয়ন সুশাসন অব্যাহত থাকবে। ফরিদপুর এদেশের মধ্যে একটি অন্যতম জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। ফরিদপুরের যেসকল সমস্যা সম্পর্কে এখানে আপনারা আলোচনা করেছেন সে সকল সমস্যা সমাধানে আমি আন্তরিকতার সাথে কাজ করবো। ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল ও বঙ্গবন্ধুর নামে একটি কর্নার হোক এটা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। এটা নিয়ে আমরা বসে একসাথে কাজ করবো। ইতিমধ্যে একটি মুর‍্যাল স্থাপনের যে টেন্ডার হয়েছে সেই মুর‍্যালকে ঘিরে একটি সুন্দর পার্ক নির্মান করা যায় কি না সে ব্যাপারটা আমরা দেখবো। তিনি উপজেলার সাংবাদিকদের সম্পর্কে বলেন, আপনাদের মাধ্যমে আমি আশা করবো তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবেন। স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন। এব্যাপারে আমার সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমি অবশ্যই সেটা করবো। আমি ফরিদপুর জেলাবাসীর সুখ দুঃখের সাথী হতে চাই। ফরিদপুরের একজন হয়ে আপনাদের সকলকে নিয়ে ফরিদপুরের উন্নয়নে কাজ করতে চাই। আর এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা অপরিহার্য।

অতুল সরকার বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের যাবতীয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করেন। তারা সমাজে সুশাসন, উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। সমাজের ক্ষতি হয়, রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এধরনের সংবাদ থেকে সাংবাদিকরা সাধারণত বিরত থাকেন। তিনি বলেন, বর্তমান দেশে কোনো অশান্তি নেই। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রনে আছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য এটা অপরিহার্য। তবে একটি অসাধু চক্র এই স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় রত আছে। এদের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হলে তা বসবাসের অনুপযোগি হয়ে পড়ে। আর এ অবস্থার সৃষ্টি হলে কেউই ভালো থাকতে পারেনা, তাই এসকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আসুন আমরা সকলে কাধে কাধ মিলিয়ে ফরিদপুরের উন্নয়ন, সুশাসন ও শান্তি নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

মতবিনিময় সভায় ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ইমতিয়াজ হাসান রুবেল বলেন, ১৯৬৫ সালে ফরিদপুর প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের পরিক্রমায় অনেক পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছি। ফরিদপুর প্রেসক্লাবের জন্য একটি গর্বের বিষয় হচ্ছে এখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে প্রেসক্লাবে ১শ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। এজন্য ফরিদপুর প্রেসক্লাব গর্বিত। তিনি বলেন, এখন ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৯০ জন। ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে। সাংবাদিকরা কোনো অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত নয়। ফরিদপুরের উন্নয়নে, যে কোন ভালো কাজে আমরা জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সহ সকলের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করি। এদেশের মধ্যে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের একটি আলাদা বৈশিষ্ঠ আছে। এদেশে একমাত্র এখানেই একটা মাত্র প্রেসক্লাব আছে। যেখানে অন্যান্য অনেক জেলায় তিন চারটা প্রেসক্লাব রয়েছে। প্রেসক্লাব সভাপতি বলেন, আমরা এখানে ৯০ জন সাংবাদিক, আমাদের মধ্যে হয়তো মতবিরোধ রয়েছে তবে সেটা একান্তই আমাদের ন

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন

হাসান মোঃ হাফিজুর রহমান

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ঘটনা উদ্‌ঘাটনে যুক্তরাজ্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে বিদেশি এই কমিশনের সদস্যদের বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়নি। সে সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জিয়াউর রহমান। যুক্তরাজ্যের এই কমিশন ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে আইনি ও বিচার প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব পথে এগোতে দেয়া হয়নি। আর এজন্য সরকারই দায়ী। বিচার পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা দুর করতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান রেখেছিল স্বাধীন এই অনুসন্ধান কমিশন। একদল বিপথগামী সেনাসদস্য এই হত্যাকান্ড ঘটালেও এর পিছনে দেশি- বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তখন ইউরোপে থাকায় প্রানে বেঁচে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে বিচারের পথ আটকে দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং জেল হত্যাকান্ডের স্বীকার জাতীয় চার নেতার পরিবারের সদস্যদের আবেদনে যুক্তরাজ্যে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল।

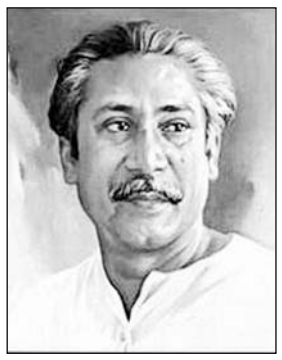

কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য স্যার টমাস উইলিয়ামস, সদস্য ছিলেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর সাবেক প্রেসিডেন্ট, আয়ারল্যান্ডের সাবেক মন্ত্রী, শান্তিতে নোবেলজয়ী শন ম্যাকব্রাইট, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জেফরি টমাস, সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন অব্রে রোজ। **(লেখক: সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর)**

সেবাগ্রহীতার সেবায় এগিয়ে যাচ্ছে নগরকান্দা উপজেলা

মোঃ বদরুদ্দোজা শুভ

ফরিদপুর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা নগরকান্দা। সেবা গ্রহীতার সেবা প্রদানে এ উপজেলার রয়েছে সুদীর্ঘকালের সুনাম। অতীতের এ সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সেবাকে আরো গতিশীল করার জন্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নগরকান্দা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স এর সৌন্দর্য্যবর্ধন, সেবাগ্রহীতাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ইউএনও পার্ক নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, উপজেলা কমপ্লেক্সকে উপজেলাবাসীর নিকট দৃষ্টি নন্দন স্থান হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। নগরকান্দা উপজেলায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য

বসার জন্য মনোরম পরিবেশে সেবা ছাতা, বেঞ্চ ও সেবা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের সামনের কর্দমাক্ত স্থানকে আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে স্থায়ী চত্বরের রূপদান করা হয়েছে এবং স্থায়ী ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে উপজেলার আবাসিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় জনসাধারণ খেলাধুলা করতে পারে। উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির দীর্ঘদিনের পুরনো অবকাঠামো মেরামত করে দৃষ্টিনন্দন শিল্পকলা একাডেমি পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, শিল্পকলা সংলগ্ন স্থানে ক্যান্টিন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী ও ইউএনও পার্কে আগত অতিথিগণ প্রয়োজনীয় স্ন্যাক গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। উপজেলায় হাটা-চলার জায়গার অভাব থাকায় উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে ৪০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। সকাল-বিকাল উক্ত ওয়াকওয়েতে স্থানীয় জনসাধারণ নিরাপদে হেটে শরীর-স্বাস্থ্যকে সুস্থ্য রাখতে পারছেন।

উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে কসাইখানা ছিল। পুরনো অস্বাস্থ্যকর কসাইখানা অপসারণ করা হয়েছে। ফলে উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ইতোপূর্বে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা দেখা দিতো। উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ড্রেনেজ সিস্টেম আধুনিকায়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পরিত্যক্ত স্থানসমূহকে ব্যবহার উপযোগীকরণ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সীমানায় প্রধান প্রধান পয়েন্টে নিরাপত্তা বাউন্ডারী করা হয়েছে। নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের সীমানা সংলগ্ন প্রায় ২.৮০ একর সরকারি হালট উদ্ধার করে নগরকান্দা বাজার ও অন্য দু'টি রাস্তায় প্রবেশের বিকল্প ১কি.মি মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত রাস্তাটি বাইপাস সড়ক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সেবা গ্রহীতার সেবা প্রদানে উপজেলা প্রশাসনকে আরো গতিশীল করার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের মতামতকে সর্বাধিক প্রাধান্য প্রদানেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(লেখক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর)

একুশ শতকের শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

অপূর্ব কুমার দাস

আমরা যারা এুশ শতকের মানুষ, আমরা যে বর্তমানে একটা ডিজিটাল যুগে বাস করছি এটা কি আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি? বিংশ শতকের শিক্ষা আর একুশ শতকের শিক্ষার মধ্যে যে তথ্যগত প্রযুক্তিগত, শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি, কারিকুলামসহ বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ পরিবেশের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এটা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। এ শতক বিদ্যালয়ে আদর্শ শিক্ষন পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা বলে, যেখানে বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারের সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যকার সেতুবন্ধ বা সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।

টিকে থাকার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের আয়ত্তে রাখতে হবে একুশ শতকীয় সাক্ষরতা- যার মধ্যে পড়ে মাল্টিকালচারাল, মিডিয়া, তথ্য, মনোজাগতিক, পরিবেশিক, অর্থনৈতিক ও সাইবার-সাক্ষরতা। এ-জাতীয় সাক্ষরতা বাড়াতে হলে দুনিয়ার অন্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বাড়ানো দরকার। প্রতিযোগিতা নয়, বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বৈশ্বিক সংস্কৃতিতে মনোনিবেশ করতে হবে তথ্য-হাইওয়ের সাহায্যে। এ শতক কেবল তথ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তারা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে। একুশ শতকের কারিকুলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, এটা আন্তঃবৈষয়িক, প্রজেক্টভিত্তিক ও গবেষণা-চালিত। এটি জাতীয় ও বিশ্বপর্যায়ের কমিউনিটির সঙ্গে জড়িত। এ শতকের কারিকুলাম হতে হবে বিষয়কেন্দ্রিক, প্রজেক্টনির্ভর এবং সমন্বিত। এখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রজেক্টভিত্তিক কাজের মাধ্যমে নিজেরাই শিক্ষণ দক্ষতাগুলো অর্জন করবে। এ সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠ্যবই এবং অন্যান্য মাধ্যমগুলোও ব্যবহার করবে। এ শতকের শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টভিত্তিক কাজের বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের ওপরে শিক্ষকদের অবদানকেও ব্যাখ্যা করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ব-মূল্যায়নের একটি গঠনমূলক অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাই একুশ শতকের শিক্ষা বর্তমানে কেবল শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা স্বাধীনভাবে এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হলো শ্রেনীকক্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার। এখন প্রশ্ন হলো, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন কোন প্রযুক্তি আমরা শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে পারি? শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা, স্ক্যানার, সাইন্স প্রোব, ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশে ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করতে পেরেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এটুআই প্রোগ্রাম এর শিক্ষা ও আইসিটি বিভাগ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একুশ শতকের উপযোগী ও ডিজিটাল করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে তৈরি হয়েছে শিক্ষক বাতায়ন যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের তৈরি করা অনেক ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট রয়েছে। যেকোনো শিক্ষক সেখান থেকে কন্টেন্ট ডাউনলোড

করে নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের জন্য তৈরি করা হয়েছে অনলাইন ট্রেনিং সেন্টার মুক্তপাঠ। যেখান থেকে যে কেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহন করতে পারে এবং প্রশিক্ষন শেষে সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারে। ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে আমাদের ফরিদপুর পিছিয়ে নেই। ফরিদপুরের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক এর অনুপ্রেরনা ও নির্দেশে ফরিদপুর জেলায় ডিজিটাল শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হচ্ছে। আমাদের দেশে একটা প্রায় চালু হয়ে গিয়েছে। শিশুকে অবশ্যই কিন্ডার গার্ডেন স্কুল এ পড়াতে হবে। সেখানে এদের অনেক চাপ দিয়ে পড়ানো হয়। একজন বাচ্চা শিশুর জন্য ১২ টি বই। যা একটি বাচ্চার পক্ষে বহন করা সম্ভব না হলেও তাকে অনেক চাপ দিয়ে পড়ানো হয়। এদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হয় না গলঃধরন করানো হয়। যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এতে তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মুখস্থ করছে এবং নিজেদের সৃজনশীলতা হারাচ্ছে। এই প্রথা বন্ধ করে শিক্ষা ব্যবস্থা একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। **(লেখক: সহকারি শিক্ষক, ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।)**

আগামী প্রজন্মকে আমরা পরীক্ষার্থী নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে দেখতে চাই

রেজভী জামান

প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগার গ্রিসে লাইসিয়াম-কেন্দ্রিক যে শিক্ষার বিকাশ ঘটে তার উদ্দেশ্য ছিল আত্মপোলব্ধি ঘটানো, জীবন ও জগতের প্রতি গভীর অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা, সমাজ ও সভ্যতার সাথে ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করা, সত্য ও সুন্দরের উৎস অনুসন্ধান করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনকে অর্থপূর্ণ করা। সেখানে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, ভাস্কর্য শিল্প, ইতিহাস চর্চা করা হতো এবং উদারতান্ত্রিক যুক্তিবাদের অনুশীলন করা হতো। মুক্তচিন্তার চর্চা সমাজ এবং সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়। বর্তমান সভ্যতাও গ্রিকদের কাছে বহুলাংশে ঋণী কারণ, পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁর উদ্ভব হয়েছিল ক্লাসিক্যাল লার্নিং (গ্রিক ও রোমান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য)- এর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে। আর আধুনিক সভ্যতা রেনেসাঁর ওপর ভর করেই দাড়িয়ে আছে। প্রাচীন গ্রিক ও রেমানরা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন তেমনি চর্চা করতেন বক্তৃতা ও জিমন্যাস্টিক্স। তাঁদের কাছে শিক্ষা ছিল দেহ, মন ও আত্মার সুসমন্বিত বিকাশ। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, আর্কিমিডিস, জেনোফোন, ডায়োজিনিস, ডোমিসথিনিস, পেরাক্লিস, সফোক্লিস, ইস্কিলাস, ইউরিপিডিস, এ্যারিস্টোফানিস, হোমার, হেরোডোটাস-সহ সকলেই নির্মোহ জ্ঞান চর্চা করে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করেছেন এবং আমরা তাদের তৈরি করা ভিত্তিভূমির উপর আজও দাড়িয়ে আছি। রেনেসাঁ যুগে যে জ্ঞান জিজ্ঞাসা, ভৌগোলিক আবিষ্কার, ইহজাগতিকবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত হয়েছিল তা সমাজ ও সভ্যতাকে মধ্যযুগীয় তমসা থেকে রক্ষা করেছে।

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ললিতকলা ও প্রযুক্তির সুবিশাল উৎকর্ষ সাধিত হলেও মানবজীবন অনেক বেশি প্রতিযোগিতামুখর হয়েছে। সমাজে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে জীবন অনেক বেশি গতিময় হয়েছে। কিন্তু মানবিকবোধ চর্চার সুযোগ হয়েছে সঙ্কুচিত। ইন্দ্রিয়গত চাহিদা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানুষ তার মানবিকবোধকে অনেকাংশে বিসর্জন দিচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা বেড়েছে অনেক। উদারতান্ত্রিক মানসিকতা ভীষনভাবে লোপ পাচ্ছে। বর্তমান সভ্যতার বৈশ্বিক চিত্র এ অর্থে অনেকটা নেতিবাচক যে ভোগবাদিতা বেড়েই চলেছে, মানবজীবনে সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে, অসুস্থ প্রতিযোগিতা দিনদিন বেড়েই চলছে। আমাদের দেশজ প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে আমাদের সামনে অনেক বিভৎসতা ফুটে ওঠে। বর্তমান সমাজে শুভবোধ বহুলাংশে লোপ পাচ্ছে এবং সামাজিক সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে জিপিএ- নির্ভর বা নিছক সার্টিফিকেট নির্ভর পড়াশোনা জনপ্রিয়তা লাভ করছে। জিপিএ-র প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা আর শিক্ষার্থী থাকছে না, তারা হয়ে পড়ছে পরীক্ষার্থী। শুধু তারা কেন, তাদের মা-বাবাও যেন পরীক্ষার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ন। জিপিএ-৫ নামের সোনার হরিণের সন্ধান লাভ যেন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে। আজকাল মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, নান্দনিকতার চর্চা, দেশাত্মবোধের চর্চা, মানবিক উপলব্ধির চর্চা বা সাংস্কৃতিক জ্যোতির্ময়তা দিয়ে শিক্ষার্থীকে বিবেচনা করা হয় না। বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতি একজন ছাত্রকে শিক্ষার্থী না বানিয়ে পরীক্ষার্থী বানাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য আজ আলোকিত মানুষ হওয়া নয়; সি.জি.পিএ-তে গ্রেড পয়েন্ট বাড়িয়ে নিজের কৃতিত্বকে তুলে ধরা। ফলশ্রুতিতে, তারা মুখস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হচ্ছে, সহজেই সমাধান মেলে এমন কোন কোচিং সেন্টারে ধাবিত হচ্ছে। তারা গাইড বই পড়ছে এবং পাঠ্য বই অধ্যয়নের চেয়ে তারা শর্টকাট সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। ফলে, তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন হচ্ছে না এবং নৈতিক বন্ধাত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। পাঠ্যসূচিতে তাদের আগ্রহ নেই, আগ্রহ মুখস্ত নির্ভর শিক্ষায়। তাদের দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, সুনাগরিকসুলভ গুণাবলীর বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সংস্কৃতিপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম তৈরি হচ্ছে না। বিনোদনের ক্ষেত্রেও তারা নির্মল বা বিশুদ্ধ বিনোদন অপেক্ষা বিকৃত পথকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করছে। তারা প্রকৃতিকে জানতে চায়না, প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহলী হয় না, প্রকৃতির শিক্ষাকে তারা গ্রহণ করে না, পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা তৈরি হয় না। জোৎনার প্লাবন, দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, বিস্তীর্ণ শ্যামলিমা, পাখির কূজন, দূর আকাশের রঙধনু, সমুদ্রের জলকল্লোল, উদাস হাওয়া, শিশুর হাসি, মাতৃত্বের পরশ তারা অনুধাবন করতে পারে না। স্থূল চেতনার কারণে তারা কোনও কিছু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে সক্ষম নয়, মুক্ত চিন্তার তো প্রশ্নই ওঠে না। একদিকে স্থূল মানসিকতা, অন্যদিকে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তাদেরকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তুলছে।

মুখস্থ-নির্ভর লেখাপড়া দিয়ে তারা অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে কিংবা কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যায়তনে ভর্তি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা চাকুরিও পাচ্ছে। কিন্তু, যথাযথ সাংস্কৃতিক ও মানবিক বিকাশ না হওয়ায় তাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতা উপকৃত হচ্ছে না। এমন একটি প্রজন্ম এভাবে তৈরি হচ্ছে যারা দেশকে ভালবাসার চেয়ে নিজের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য তৎপর থাকে। ইন্দ্রিয়বিলাসের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে তারা অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছে বটে কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হচ্ছে না। মুখস্থ-নির্ভর শিক্ষা মানুষকে ভালবাসতে শেখায় না, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা তৈরি করে না, বিবেকবোধ জাগ্রত করে না, কল্পলোকে সত্য ও সুন্দরকে ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে না, হৃদয়ের শক্তিকে উদ্ভাসিত করে না। সমাজের জন্য একাডেমিক সার্টিফিকেট কোনও কাজে আসে না যদি না আত্মিক বিকাশ ঘটে। আমরা বর্তমানে একটি অস্থির সামাজিক অবস্থা পার করছি। এখানে যে সকল যুবকদের স্বপ্ন দেখবার কথা তারা দুঃস্বপ্নের চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। মাদকাশক্তি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, জঙ্গিবাদসহ আরও নানাবিধ দুবৃত্তায়ন এ তরুণ প্রজন্মকে আচ্ছন্ন করছে। মেধাবিরা অর্থের লোভে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তারা সংবেদনশীলতার চর্চা করে না, সৃজনশীলতার অনুশীলন করে না, কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে চায় না, মেধা ও মননের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয় না এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উদ্ভাস ঘটাতে চেষ্টা করে না। এদেশের একজন অন্যতম প্রায়ত শিক্ষাবিদ খান সারওয়ার মুর্শিদ বলেছিলেন, 'শিক্ষা হতে হবে ন্যায্য, সৃজনশীল ও সংবেদনশীল'। যে শিক্ষায় জি.পি.এ ৫ অর্জনই মূল কথা সে শিক্ষায় শিক্ষার যে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যাহত হয়।

এজন্য, আমাদের ঘুরে দাড়াবার সময় এসেছে। আমরা দেহ, মন ও আত্মার সুসমন্বিত বিকাশের মাধ্যমেই একটি মেধাবি, মননশীল, সৃজনশীল ও দেশপ্রেমী প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি এবং একটি জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে পারি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইথিক্স ক্লাব, ডিবেট ক্লাব, লিটারারি ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত এবং এটি সময়ে দাবি। সাংস্কৃতিক উজ্জীবন তৈরির মধ্য দিয়ে একটি দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব। স্কুল কলেজগুলিতে সুস্থ বিনোদনের চর্চা জরুরি। শরীরচর্চাকে আবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং এজন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয়াম ও ক্রীড়া অনুশীলন ভীষণ জরুরি। পাশাপাশি ভলুন্টিয়ারিজম-কে উৎসাহিত করতে সেবামূলক সকল কর্মকান্ড গতিশীল ও ফলপ্রসূ করা প্রয়োজন। সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এটিকে একাডেমিক সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর অর্জন শুধু পরীক্ষা- নির্ভর হওয়া উচিত নয়।

আগামী প্রজন্মকে আমরা দেখতে চাই শিক্ষার্থী হিসেবে; পরীক্ষার্থী হিসেবে নয়। এজন্য একটি সামাজিক বিপ্লব অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। শিক্ষার সাথে সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যোগসূত্র তৈরি করতে না পারলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আমরা এমন একটি প্রজন্ম চাই যারা সত্যের চর্চা করবে, সুন্দরের চর্চা করবে, শুদ্ধতার চর্চা করবে, ন্যায্যতার চর্চা করবে, মেধা ও মননের চর্চা করবে। আমরা সেই প্রজন্মের স্বপ্ন দেখি যারা হৃদপিণ্ডে সুবিশাল আকাশকে ধারণ করতে পারবে। টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের গোল-৪ অর্জনের অন্যতম বিষয় হিসেবে রয়েছে কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করণ। কোয়ালিটি এডুকেশন তখনই নিশ্চিত হবে যখন শিক্ষা মানবিকতা নির্ভর হবে, উদারতান্ত্রিক হবে, এবং বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবেলার হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হবে। আগামীদিনের শিক্ষা অধিকতর জীবনমুখী, প্রগতিমুখী ও জনকল্যাণমুখী হোক- এটি আমরা প্রত্যাশা করি। এজন্য, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন জরুরি।

জিপিএ-নির্ভর শিক্ষা দিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় ঘটুক এবং আসুন আমরা শিক্ষার্থী তৈরি করি; পরীক্ষার্থী নয়।

(লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

মাহীর পহেলা ফাল্গুন

আলমগীর জয়

কুচকুচে কালো ঢেউ খেলানো চুল নেমেছে কোমর ছাপিয়ে। কপালে গোলাকৃতির লাল টিপ যেন অবারিত আকর্ষণ। বাঁকা ভ্রুর নিচে পটোলচেরা চোখ, যেন এখনই কাছে ডাকছে। খাড়া নাকে ঝিলিক দিচ্ছে নাকফুল। তার নিচে ছোট্ট লাল ঠোঁট। এই বুঝি কথা বলে উঠল। উন্নত বুক। মেদহীন পেট। টসটসে কোমর। দুধে আলতা গায়ের রং। সম-সাময়িক উচ্চতার এই ললনাকে দেখে যে কারোরই বুকে একটা মোচর দিয়ে উঠবে। এটাই স্বাভাবিক। এ ধরণের এক ললনাই ক্ষেত্র পেলে পুরো যুব রাজ্যে ভূমিকম্প তুলতে পারে।

দরজা খোলা, খাটের উপর পা মুড়িয়ে বসে আছে। লাল কামিজের গলা ভেদ করে উন্নত বুকের প্রসারতা দৃশ্যমান। খোলা চুলে ভাবলেশ মন। ঘরে ঢুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেই নম্র সুরে বলল 'মাহী'। না; এটা কোন অভিনেত্রী মাহী নয়। তবে একথাও ঠিক সৌন্দর্যের দিক থেকে অভিনেত্রী থেকেও কোন অংশে কম নয়। সাথে কেউ আছে জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, বাইরে গেছে। একটু পরে সাথের লোকটিও চলে আসে খাবার নিয়ে আসতে দেখা গেল। পুরো নাম মাহীয়া আক্তার। সবে আঠারো পার করেছে। খুলনা জেলার দৌলতপুরের বাসিন্দা। দরিদ্র পরিবারে জন্মের বছর দশেক পরে মা মারা গেছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির সমাপনী দেয়ার পর আর পড়তে পারেনি। রান্না-বান্না করে বাবাকে গাট্টি বেধে রিক্সা চালাতে এগিয়ে দিয়ে ছোট ভাইকে স্কুলে পাঠানোর পরে বাড়িতে তেমন কোন কাজ থাকে না মাহীর। সুন্দরী বলে উঠতি বয়সী এমনকি প্রাপ্ত বয়স্কদেরও উৎপাত থেকে রক্ষা পায়নি। খালি বাড়ীতে যে কেউ চলে আসত। তাই রিক্সা চালক বাবা মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই বিয়ে দেয় বরিশাল জেলার কলাপাড়ার বেকার যুবক মিন্টুর সাথে। বছর খানেক মিন্টুর সাথে ভালভাবে সংসার চললেও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি বাড়তে থাকে, সেই সাথে বাড়তে থাকে অর্থের চাহিদা। কোন উপার্জন না থাকায় মিন্টু যৌতুক চাইতে থাকে। একটা সময় এতটাই তীব্র হয়ে উঠে যে দুই বছরের সংসার ছাড়তে বাধ্য হয় মাহী; অথচ কোন অপরাধই ছিল না। চলে আসে বাবার বাড়ী। রিক্সা চালক বাবার উপার্জন খুব বেশি ছিল না। তদুপরি শ্বাস কষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। যা উপার্জন করে তার সিংহভাগই চলে যায় ঔষুধ কিনতে। এভাবে প্রায় দুই বছরে পার হয়। একটা সময় আর রিক্সা চালাতে পারে না। শুরু হয় সংসারে টানাপোড়েন। একই এলাকার গার্মেন্টস কর্মী জুলির কাছে একটা কাজ চায় মাহী। ২০১৯ সালের ৫ জানুয়ারি; মাহীকে কাজ দেয়ার কথা বলে ফরিদপুরে নিয়ে আসে জুলি। এসে পুরাতন বাসস্ট্যানের একটি নতুন শুরু হওয়া হোটেলে উঠে। হোটেলে উঠে মাহীকে বলে গার্মেন্টেসে কাজ করে সংসার চলবে না, বেতন কম। তারচে' আমি যা করি তুই তাই কর। কি কাজ জানতে চাইলে জুলি মাহীকে যৌনকর্মীর কাজের কথা বলে। এও বলে এখন ভরা যৌবন, দারুন ইনকাম করতে পারবি। শুরু হয় মাহীর নতুন জীবন। হোটেল ভাড়াসহ প্রতিবার কাজের এক হাজার টাকা থেকে মাহী পায় ৪ শত টাকা। সারারাত কাজ করলে দুই হাজার টাকা থেকে মাহী পায় ৮ শত টাকা। মাহী হিসাব করে দেখে ১২ হাজার টাকা দিয়ে ২ টি এন্ডুয়েট মোবাইল সেট কেনার পরেও খরচ বাদে প্রায় ১৯ হাজার টাকা জমা হয়েছে। অনেক দিন অসুস্থ বাবাকে দেখা হয়নি। তাই ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে বাবার সাথে দেখা করে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে আসে। দেখা মাত্রই পুরুষের চোখে আকর্ষিত হওয়ায় মাহীর ব্যবসা জমে যায়। একবার যে কাষ্টমার আসে, সে বারবার আসতে থাকে। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, বাংলায় পহেলা ফাল্গুন। দুপুরের পরেই বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পেপারে শেয়ারের পর শেয়ার হতে থাকে একটি নিউজ, 'অবৈধ যৌনকায়ের দায়ে ফাল্গুনের প্রথম দিনে ফরিদপুরের আবাসিক হোটেল থেকে ৩১ জন কপোত-কপোতী আটক।' বিস্তারিত সংবাদে মাহীও ছিল। অন্যান্যদের মত তারও ০৭ দিন বিনাত্রম কারাদন্ড হয়। **(লেখক: সাবেক সংবাদকর্মী, বর্তমানে সার্কিট হাউস নাজির, ফরিদপুর)**

বৃষ্টি ও বজ্রপাত

রাজিবুল ইসলাম মৃধা

বৃষ্টি : আকাশ থেকে মাধ্যাকর্ষণের টানে যে তরল ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়ে তাই বৃষ্টি। বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘের কণাগুলি বাতাসের চেয়ে ভারি হলে তা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে - এই হলো বৃষ্টি। বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টি সুপেয় জলের বড় উৎস। বিচিত্র জীববৈচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ও কৃষি সেচব্যবস্থা সচল রাখতে বৃষ্টি অপরিহার্য। সকল প্রকার বৃষ্টিই কিন্তু ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায় না। শুকনো বাতাসের মধ্য দিয়ে পড়ার সময় বেশিরভাগ বৃষ্টির বিন্দু শুকিয়ে যায়। বৃষ্টিপাত মাপার ক্ষেত্রে বৃষ্টির ধারাকে মিলিলিটারে গণনা করা হয়। তারপর স্কেল

অনুযায়ী পরিমাপ করে হালকা, ভারি, অতি ভারি ও চরম বৃষ্টপাতের হিসাব দেয়া হয়। ক) এক্ষেত্রে ঘন্টায় ০.২৫ মিলিমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে হালকা, খ) ৪ মিলিমিটার থেকে ১৬ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে ভারি, গ) ১৬ মিলিমিটার থেকে ৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে অতিভারি এবং ঘ) ৫০ মিলিমিটারের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকে বৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কৃত্রিম বৃষ্টপাত : বৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজন হয় জলীয় বাষ্প, জলীয় বাষ্প হালকা হওয়ার কারণে উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণা, বালুর কণা প্রভৃতির সাহায্যে তৈরি হয় মেঘ। মেঘের আকার বড় হয়ে ভারি হয়ে গেলে, তখন বৃষ্টি হয়। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত পন্থায় করাকেই বলা কৃত্রিম বৃষ্টিপাত। কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে, কখনও পুরো প্রক্রিয়াটি, কখনও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রথমে দ্রুতগতির বড় পাখা দিয়ে কোনো জলধারার পানিকে বাষ্পীভূত করা হয়। হালকা সেই বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণার সাথে মিশে জমাট বাঁধে। এই জমাট বাঁধানোর ব্যাপারটিও কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সিলভার আয়োডাইডের কণা ছিটিয়ে দিয়ে। এ পর্যায়ে প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিমভাবে তৈরি জলীয় বাষ্পকে জমানোর জন্য বন্দুক কিংবা রকেট ব্যবহার করে ভূমি থেকে উপরের দিকে, অথবা বিমান ব্যবহার করে আকাশ থেকে মাটির দিকে সিলভার আয়োডাইডের কণা ছড়িয়ে দেয়া হয়। উষ্ণ অঞ্চলে একাজে ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। এভাবে জমাটবদ্ধ জলীয় বাষ্প বা মেঘ ভারি হয়ে গেলে ঐ স্থানে ঝরে পড়ে সৃষ্টি হয় বৃষ্টর। তবে কৃত্রিম বৃষ্টির এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টির চিন্তা করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ভিনসেন্ট শায়েফার। তিনি বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাট বাঁধিয়ে মেঘ বানাতে ব্যবহার করেছিলেন জমাট বাঁধা কার্বন ডাইঅক্সাইডের টুকরা।

তিনি বার্কশায়ার পাহাড়ের কাছে ড্রাই আইস ছুঁড়ে দিয়ে তুলোর মতো মেঘ বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁকেই কৃত্রিম মেঘের জনক বলা হয়।

বৃষ্টির সময় বজ্রপাতের সতর্কতাঃ ১. বজ্রপাতের সময় উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের খুঁটিতে বিদ্যুৎস্পর্শের আশঙ্কা বেশি থাকে। এসময় গাছ বা খুঁটির কাছাকাছি থাকা ঝুকিঁপূর্ণ। ফাঁকা জায়গায় যাত্রী ছাউনি বা বড় গাছে বজ্রপাত হওয়ার আশঙ্কাও অনেক বেশি। তাই এসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে। ২. ঘন ঘন বজ্রপাতের সময় খোলা বা উঁচু জায়গায় না থেকে দালানের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় ঘরের জানালার কাছে উঁকিঝুঁকি মারা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ, জানালার গ্রিলসহ যেকোন ধাতব পদার্থ সংস্পর্শ করা যাবে না। এ সময় মোবাইল ও ল্যান্ডফোন ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। ৪. বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সব ধরনের যন্ত্রপাতি এড়িয়ে চলতে হবে। বজ্রপাতের আভাস পেলে যন্ত্রপাতির প্লাগ খুলে রাখুন। টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বন্ধ করা থাকলেও স্পর্শ করা যাবে না। ৫. বজ্রপাতের সময় গাড়িতে থাকলে দ্রুত বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করুন। যদি প্রচন্ড বজ্রপাত ও বৃষ্টি হয়, তাহলে গাড়ি কোনও গাড়িবারান্দা বা পাকা ছাউনির নিচে রেখে অপেক্ষা করুন। ৬. প্রতিটি বাড়ি বা বিল্ডিং এ বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন। খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে থাকতে হবে। ৭. কোন বাড়ীতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সাবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে অতি জরুরী প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন এবং প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন। ৮. বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। ৯. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন। নৌকা নিয়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকায় ছাউনির নিচে অবস্থান করুন। ১০. বজ্রপাতের সময় গাড়ীর ভেতর অবস্থান করলে গাড়ীর ধাতব অংশের সাথে

শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়ীটিকে নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন অথবা গাড়ীতে থেকে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে যান। এছাড়া বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমতে পারে। অনেক সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে সেই পানিতে পড়ে হতে পারে দুর্ঘটনা। বজ্রপাতের সময় রাস্তায় চলাচলেও খেয়াল রাখতে হবে। কেউ আহত হয়ে থাকলে দেরি না করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে ঘটনার সময় খালি হাতে স্পর্শ করলে নিজেও ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। বজ্রপাতের সময় চামড়ার ভেজা জুতা বা খালি পায়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক। যদি একান্ত বের হতেই হয়, রাবারের গামবুট এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ। তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট। **(লেখক: অফিস সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর)**

বাল্যবিবাহ

॥ মোঃ নাসির উদ্দিন ॥

বাল্যবিবাহ হল অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক বিবাহ। আইনত বিয়ের বয়স ১৮ বৎসর, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। বাল্যবিবাহে মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের উপরই প্রভাব পড়ে। তবে মেয়েরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষত নিম্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কারণে। বেশিরভাগ বাল্যবিবাহে দুজনের মধ্যে শুধু একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। বিশেষত মেয়েরাই বাল্যবিবাহের শিকার বেশি হয়। বাল্যবিবাহের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছেছ ছুধানত - দরিদ্রতা, যৌতুক, সামাজিক প্রথা, বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী আইন, ধর্মীয় ও সামাজিক চাপ, অঞ্চলভিত্তিক রীতি, অবিবাহিত থাকার শঙ্কা, নিরক্ষরতা এবং মেয়েদের উপার্জনে অক্ষম ভাবা।

বিভিন্ন কারনেই বাল্যবিবাহের প্রচলন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-দারিদ্রতা, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ। বাল্যবিবাহের প্রভাব মেয়েদের উপর ব্যাপক, যা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও থেকে যায়। কিশোরী বয়সে বা তারও আগে বিবাহিত নারীরা কম বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগে। কম বয়সে গর্ভধারণ সন্তান জন্মদানে জটিলতা সৃষ্টি করে। গরীব দেশসমূহে অল্প বয়সে গর্ভধারণ শিক্ষার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাধাগ্রস্থ করে। বাল্যবিবাহের শিকার নারীরা সাধারণত পারিবারিক সহিংসতা, শিশু যৌন নির্যাতন এবং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হয়। বাল্যবিবাহ মেয়েদের স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। উন্নয়নশীল বিশ্বে গর্ভধারণ ও সন্তানধারণের জটিলতা অল্প বয়সে নারী মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ১৫-১৯ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা ২০ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ। আর ১৫ বছরের কম বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা ৫-৭ গুন বেশি।

বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটায়, সাধারণত অনুন্নত দেশসমূহে। একইভাবে নিরক্ষর মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার বেশি। যেসব মেয়েদের শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে তাদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সম্ভাবনা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ। এবং একেবারে নিরক্ষর মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সম্ভাবনা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের তুলনায় তিনগুন বেশি। অল্প বয়সে কম শিক্ষিত বিবাহিত মেয়েদের পারিবারিক সহিংসতার হার বেশি। বিয়ের পর সাধারণত স্বামীর পরিবারে থাকার কারণে গ্রাম বা অন্য এলাকায় চলে যেতে হয়। এর ফলে শিক্ষা জীবনের ও ইতি ঘটে, আবার নিজ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে যাবার ফলে সে সামাজিক সমর্থন ও হারায়। মেয়ে অল্প বয়সী হওয়ার কারণে সে তার স্বামীর বাধ্য হবে-এমনটাই মনে করে স্বামীর পরিবার। পরিবার হতে এই বিচ্ছিন্নতা নারীর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে।

জাতিসংঘ ঘোষণা করে, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ। নারীদের প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূর করার জন্য সম্মেলন, শিশু অধিকার আদায়ের জন্য কমিটি (সিআরসি) এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষক কমিটি বাল্যবিবাহ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেন। বাল্যবিবাহ নারীদের অন্য অনেক অধিকার ও লঙ্ঘন করে। যেমন, লিঙ্গ ও বয়সের ভিত্তিতে সমতা, স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা, দাসত্ব থেকে মুক্তি, শিক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সহিংসতা থেকে মুক্তি এবং বিয়েতে নিজ সম্মতি প্রদানের অধিকার। এই আইনগুলির লঙ্ঘনের প্রভাব শুধুমাত্র নারীর উপরই না, তার সন্তান এবং বৃহত্তর সমাজের উপরও পড়ে।

উচ্চ হারে বাল্যবিবাহ দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে কারণ বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষা ও শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণে বাধা দেয়। কিছু গবেষকের মতে, বাল্যবিবাহের উচ্চ হার দারিদ্র্য বিমোচনে ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটিকে এবং বৈশ্বিক প্রচষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করে। সূত্র: উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।

লেখক: অফিস সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর)

ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

ডেঙ্গু জ্বর যা ব্রেকবোন ফিভার নামেও পরিচিত, একটি সংক্রামক ট্রপিক্যাল ডিজিজ যা ডেঙ্গু ভাইরাস-এর কারণে হয়। যে উপসর্গগুলি দেখা যায় তার মধ্যে আছে জ্বর, মাথাব্যথা, পেশি এবং গাঁটে ব্যথা, এবং একটি বৈশিষ্ট্য ত্বকে র?্যাশ যা হামজ্বরের সমতুল্য। স্বল্প ক্ষেত্রে অসুখটি প্রাণঘাতী ডেঙ্গু হেমোর?্যাজিক ফিভার-এ পর্যবসিত হয়, যার ফলে রক্তপাত, রক্ত অনুচক্রিকার কম মাত্রা এবং রক্ত প্লাজমার নিঃসরণ অথবা ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম-এ পর্যবসিত হয়, যেখানে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কম থাকে।

ডেঙ্গু এডিস দ্বারা পরিবাহিত হয়। প্রধানত স্ত্রী মশা এ রোগের জন্য দায়ী। ভাইরাসটির চারটি প্রকার আছে। একটি প্রকারের সংক্রমণ সাধারণতঃ জীবনভর সেই প্রকারে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, কিন্তু অন্য প্রকারগুলিতে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। অন্য প্রকারের পরবর্তী সংক্রমণ প্রবল জটিলতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যেহেতু কোন ভ্যাকসিন নেই তাই মশার সংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ ও মশার সংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাস এবং মশার কামড়ের সম্ভাবনা কমানোর মাধ্যমে প্রতিরোধ প্রয়োজন।

ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনা ১৯৬০ সালের পর থেকে উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতি বছর প্রায় ৫০-১০০ মিলিয়ন লোক এতে আক্রান্ত হয়। ১৭৭৯ সালে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এর ভাইরাসঘটিত কারণ এবং সংক্রমণ বিষয়ে বিশদে জানা যায় বিংশ শতকের প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকে ডেঙ্গু সমস্যা হয়ে দাড়ায় এবং ১১০ টিরও বেশি দেশে মহামারীর আকার নেয়।

ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হলো। যেমন: সাধারণভাবে ডেঙ্গুর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। ১০১ ডিগ্রি থেকে ১০২ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকতে পারে। জ্বর একটানা থাকতে পারে, আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে দেবার পর আবারো জ্বর আসতে পারে। এর সাথে শরীরে ব্যথা মাথাব্যথা, চেখের পেছনে ব্যথা এবং চামড়ায় লালচে দাগ (র?্যাশ) হতে পারে। তবে এগুলো না থাকলেও ডেঙ্গু হতে পারে। এখন যেহেতু ডেঙ্গুর সময়, সেজন্য জ্বর হল অবহেলা করা উচিত নয়। জ্বরে আক্রান্ত হলেই সাথে-সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। জ্বর হলে বিশ্রামে থাকতে হবে। জ্বর নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি সাধারণত প্রতিদিন যেসব পরিশ্রমের কাজ করে, সেগুলো না করাই ভালো। পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন: ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাবার স্যালাইন গ্রহণ করা যেতে পারে। ডেঙ্গু জ্বর হলে অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শক্রমে ঔষুধ খেতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে রক্তকণিকা এখন আর মূল ফ্যাক্টর নয়। কাউন্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোন প্রয়োজন নেই। বিষয়টি চিকিৎসকের উপর ছেড়ে দেয়াই ভালো। ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি ভাগ রয়েছে। এ ভাগগুলো হচ্ছে এ, বি এবং সি। প্রথম ক্যাটাগরির রোগীরা নরমাল থাকে। তাদের শুধু জ্বর থাকে। অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী এ ক্যাটাগরির। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থাকে। কারণ এ সময়টিতে এডিস মশার বিস্তার ঘটে। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের সময়কাল আরো এগিয়ে এসেছে। এখন জুন মাস থেকেই ডেঙ্গুজ্বরের সময় শুরু হয় যাচ্ছে। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী এডিস মশা অন্ধকারে কামড়ায় না। সাধারণত সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার কিছু আগে এডিস মশা তৎপর হয়ে উঠে। এডিস মশা কখনো অন্ধকারে কামড়ায় না। এডিস মশা 'ভদ্র মশা' হিসেবে পরিচিত। এসব মশা সুন্দর-সুন্দর ঘরবাড়িতে বাস করে। এডিস মশা সাধারণত ডিম পাড়ে স্বচ্ছ পানিতে। কোথাও যাতে পানি তিন থেকে পাঁচদিনের বেশি জমা না থাকে। এ পানি যে কোন জায়গায় জমতে পারে। বাড়ির ছাদে কিংবা বারান্দার ফুলের টবে, নির্মাণাধীন ভবনের বিভি-ন্ন পয়েন্টে, রাস্তার পাশে পড়ে থাকা টায়ার কিংবা অন্যান্য পাত্রে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা বংশবিস্তার করে। তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট। **(লেখক: গোপনীয় সহকারী-সিএ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদরপুর, ফরিদপুর)**

সেদিন সন্ধ্যায়

মোতালেব হোসেন

ভোরের কুয়াশা তখনো কাটেনি। আজান হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ভোর বেলায়ই একটা কাক এসে দাপিয়ে পড়ে কলপার। যেন ক্ষুধার্ত কত দিনের। পাশের উঁচু বৃক্ষডালে ঘুঘু ডাকছে একাগ্রমনে। মীর মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়। বেরোবে হাটতে। একা একাই বিড়বিড় করছে মীর, 'কারো গলার স্বর কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে, আবার কারো স্বরে কানে আঙুল উঠে।' 'কি কও, জোরে কওনাক্যা। তোমার কথা প্রায় সময় বুঝবার পারিনা।' ঘুমের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে মীরের গৃহিণী বলে। 'তোমাকে তো বলিনি, কি বুঝবার চাও তুমি?' মীর উত্তর দ্যায়। 'না না আমারে কইব্যা ক্যা ? তোমার মইধ্যেতো অন্য মানুষ বাস করে, তার সাথে কথা কও সবসময়। তোমার ঘরই কি, আর বাইরইকি!' ভোর বেলায়ই মীর পরিবেশটা উত্তপ্ত করতে চায়না। তাই গলার স্বর আরো নিম্নখাদে নামিয়ে বলে,'তোমার ঐ খুঁচাদিয়ে কথা বলার অভ্যাসটা গেলনা। সুযোগ পাইলেই বলে ফেলো।' বলতে বলতে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মীর। মীরগৃহিণী মশারি গোছাতে গোছাতে বলে,'তা যাইবো ক্যা,শিখলাম তো তোমার কাছেই।' মীর বারান্দায় ছিল আবার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। 'তোমার কথা সজারুর কাটার মতো বিঁধে। ভালোর দিকটা দ্যাখোনা। মন্দটাই মনে থাকে।' বলেই মুখের দিকে তাকায়। বুঝার চেষ্টা করে মুখের রোদটা কি সকালের না সন্ধ্যার। 'যারা মাস্টারি করেছে,তারা সবাইরে ছাত্র ভাবে। এটা সেটা বইল্যা আসল কথা ঢাকে।' বলেই সে পাশের রুমে কাপড় পাল্টাতে যায়।

'ছাত্রকে ছাত্র ভাবা দোষের কিছুনা; দুনিয়াটাই একটা পাঠশালা,প্রতিমুহূর্তে শেখার আছে। যারা শিখার নানাভাবে শিখতে পারে।' এতো পইড়্যা শিখা কি করছাও তুমি, আমি না হয় না শিখলাম। মাথার উপরে যার ছাদ নাই তার আবার বড় বড় কথা। সুযোগ পাইলেই ভিতরথ্যা কথা য্যান কলের পানির মতো গলগলাইয়া বাইর‍্যায়।' যেন জ্বলন্ত একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে দিলো মীরের দিকে। মীর বুঝতে পারে ভোরের নরম আলোর সূর্যটা হঠাৎ করেই মধ্যগগনে। মীর যথাসম্ভব গলা আরো নরম করে বলে,' চাপ বেশী হলে কল আর জল স্থির থাকে কি করে? প্রায় রাত কাটে নির্ঘুমে, এপাশ ওপাশ করে, কথা ছাড়া আর কি আছে! তুমি সব কথার সাথে ঐ এক লেজুর লাগাও, মাথার উপরে ছাদ নাই। এ কথার কোনো উত্তর নাই।' মীর চুপ হয়ে যায়।

মীর অভিসম্পাৎ দেয় পদ্মাকে। হায় রাক্ষুসি পদ্মা! তোর জন্য এমন কটু কথা কত মানুষ যে শুনে, তাদের নিকটজনের কাছ থেকে। সব কাইড়্যা নিলা। কি না ছিল। বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ। যে সব বুঝেও খুঁচাখুঁচি করে তাকে আর কি বলা যায়। যেন কেউ না শুনে এমনভাবে বলতে বলতে বের হয়ে যায় মীর। ততক্ষনে সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে। দ্রুত বেরোতে গিয়ে ক্যাপ নিতে ভূলে যায় মীর। ভোরের কুয়াশায় ক্যাপ ছাড়া চলে না। উঠানে মনে করে ফিরে তাকাতেই ক্যাপ এগিয়ে ধরে মীর গৃহিণী, 'ক্যাপ ন্যাও।' চিলে মুরগীর বাচ্চা নেওয়ার মতো করে ক্যাপটা ছো দিয়ে নিয়েই হাটা ধরে মীর। হাটতে হাটতে মনে পড়ে গতকাল সন্ধ্যায় এক কর্মকর্তা ফোনে জানায় ফেয়ার অয়েলে থাকার জন্য দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে মীর সে স্থির সিদ্বান্তে আসতে পারছে না, অনুষ্ঠানে যাবে কি, যাবেনা। সে দেখেছে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের কৃত্তিমতাই বেশী থাকে। পিছনের সারিতে বসে অনেকে বিরুপ মন্তব্যও করে। তাই না যাওয়ার পক্ষেই তার ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খায়। হঠাৎ অতল জলের ধারে চিতল মাছের সাদা বুকের মতো জোছনার মুখটা ভেসে উঠে। ভাবে ওর সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। কিন্ত এতো ভোরে ওকে ফোন দেয়া যায় না। অথচ ইচ্ছেতো করেই যখন তখন। রাতদুপুরে সন্ধ্যাবাতি নিয়ে ঘুরে কেউ। মীর যেন তাই। এক ধরনের খেয়ালিপনায় আক্রান্ত যখন তখন। ভোর বেলাকার গৃহিণীর কথাটা মনে পড়ে, '...এতো পইড়্যা- শিখা কি অইছে, মাথার উপরে যার ..।'

মীর ভাবে, কথাটা সত্য অইলেইবা, তাই বলে যখন তখন সুযোগ পাইলেই বলতে হবে! কত মানুষেরইতো কত কিছু নাই। চারপাশের মানুষকে সেতো প্রতি নিয়ত দেখছে। কয়জন মানুষ খেয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে জীবন পাড় করছে। কয়জন? প্রশ্নটা বাড়েবাড়ে ঘুরে ফিরে সামনে আসছে। এ রকম ভাবনার মধ্যেই দ্যাখে সে, গরুর হাটের মধ্যে প্রায় আট দশজন মানুষ এই শীতের মধেও শুধুমাত্র খর বিছিয়ে পাতলা একটা কম্বল মুরি দিয়ে লাইন ধরে ঘুমিয়েছে। পাশেই গতকাল ট্রাকে করে অনেক দূর থেকে হাটে আনা খুটিতে লাইন ধরে বাঁধা গরুগুলিও হাত পা এলিয়ে শুয়ে আছে। মাথার উপরে ছাদ নাই ওদেরও। এভাবে এ মানুষরা বাঁচে বছরের পর বছর। এ দৃশ্য অনেক হাটের দিনই ভোর বেলা দেখা যায়। যারা ইজারা নেয়, তারা মধ্যস্বত্ব ভোগি। তারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ গুনে, আর যারা হাট বাঁচিয়ে রাখে তাদের এই জীবন যাত্রা আবহমান চলে আসছে। এ এক অলঙ্ঘনীয় দৃশ্য। রাতে মানুষ আর গরু, গোবর ও চুনার গন্ধ গাঁয়ে মেখে কেমন পাশাপাশি অঘোরে ঘুমায়! মীরের এ সব দৃষ্টি এড়ায়না বলেই নিজের ঘর-ছাদ থাকা না থাকা নিয়ে তার অত ভাবনা নেই! অথচ মাথা থেকে সরাতেও পারছে না বিষয়টা। মীরের মনটা যেন একটা ঘর। সেখানে উঠান আছে। আছে জানালা -দরজা। সব সময় যেন খোলা থাকে। সেখানে যখন যে কেউ ঢুকে আবার নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে যায়। সাধ্য নাই মীরের সে ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ করে রাখার। তাই হাজার মানুষের মধ্যেও মীর একা, ভিতরের মানুষটির সঙ্গে কথা বলে। বাইরে থেকে বুঝা যায় না। যারা জানে তারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারে। এরকম জানা বুঝার সংখ্যাও খুবই কম। হয়তো সে একজনই। বাজারের এক যায়গায় দেখতে পেলো বিদ্যুতের তারের উপরে অনেক কাক। এমনভাবে তারা সকলে কা কা করছে, এখনই যেন একটা বড়সড় ভুখা মিছিল বের হবে। জীবনানন্দের কবিতাটা তার মনে হলো, 'রয়েছে অনেক কাক এ ওঠানে .. তবুও সেই ক্লান্ত দাড় কাক নাই আর।' জীবনানন্দের কবিতা যেন একটা দামী পারফিউম; একটা ড্রাগের নেশার মতই মনে হয় তার কাছে। অপরিবর্তনশীল আবহমান বাংলার এক চিত্রকল্প। যেখানে প্রকৃতি, মানুষ একান্তই বাংলার। অন্য কারো সাথে তার মিল নেই। অন্য কারো সাথে তার পরিচয় হওয়ারও দরকার নেই। তিনি জোড় দিয়েই বলেন, 'বাংলার রুপ আমি দেখিয়াছি-পৃথিবীর রুপ দেখিতে চাইনা আর।' দেখেছেন তিনি আরো। যুদ্ধ,মন্বন্তর দুঃখু, দারিদ্র হতাশা, দাঙার মধ্যদিয়ে রক্তাক্ত দেশভাগ। এসবই ভোরের কুয়াশার মতই তার সমগ্র মানসলোককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার কলমে উঠে আসে তাই চিরায়ত শব্দমালার আশ্চর্য বাক্যবিন্যাশ। 'হে প্রগাঢ় পিতামহী ..আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো.. শূন্য করে চলে যাব' এমনি আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত মীর উল্লেখ করতে পারে হয়তো।

ভোরের কুয়াশা কেটে গেছে। প্রায় ঘন্টা খানেকের বেশীই আজকে হাটা হয়েছে। রাস্তার পাশে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে এসে বসে। ক্লান্ত মীর। দ্যাখে রেস্টুরেন্টের উপড়ে পলিথিনের ছাউনি। 'বৃষ্টির দিনে কি করব্যা? তোমার এই পলিথিনে কুলাবে? 'সকালের হাটা মানুষদের দু'একজন বসেছে দোকানে। চায়ের জল ফুটছে। 'বসেন ভাই, পানি গরম অইয়া সারে নাই। হ্যা, আর কি য্যানি কইলেন, বিষ্টির দিনের কথা। দ্যাহেন ভাই, আল্লায়ই চালাইবো। এভাবেইতো চইল্যা আইলাম। থাকার ঘরেরই ছাদ নাই আর দোকানের ছাদদ্যা কি অইবো!' এ কথায় যেন গৃহিণীর কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেল, মীর। 'মাথার উপরে ছাদ নাই' আজ আর বাসায়ই যেতে ইচ্ছে করছে না মীরের। চা, বিস্কুট এর বিল দিয়ে আবার হাটা ধরে। কিন্ত কোথায় যাবে সে। চার দোকানেই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়। হাটতে হাটতে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠে। মীর তার কিছু লেখা জমা দিয়েছে এক বন্ধুর কাছে, প্রুফ দেখার জন্য। সে বিষয়েও আলাপ করে। ২০১৯ এর বই মেলায় যাতে তার বইটা বের হয় সে জন্য আপ্রান চেষ্টা করছে। বন্ধুপত্নীর আপ্যায়নে আরো এক চা পর্ব শেষে আবার রাস্তায় বের হয়। এ সময় পকেটের ফোনটা বেজে ওঠে, ' কি নাস্তা করা লাগবো না? হাটা শ্যাষ অইবো না আইজক্যা?' যেন বড় ট্রাকের একটা হর্ণ বেজে উঠলো। খুব ঝাঝালো মনে হল। এ মেজাজের সঙেই সংসার। কি আর করা। কথা বাড়ালেই সংঘাত অনিবার্য। কম্প্রোমাইজ ছাড়া উপায় কি! 'এই আসছি', বলেই মীর ফোন কেটে দ্যায়। এবার মীরের মনে হলো, জোছনার কথা। ও কি বলে। অনেক বিষয়ে কথা বলার পর সভায় থাকার বিষয়ে, ' কি করা যায়? মতামত চাইছি, মীর বলে। উপস্থিত থাকাই ভালো। সবাই থাকবে। এদিনতো আর আসবেনা।' জোছনার কণ্ঠ আজকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হলো। তার শেষের কথাটা মীরের মনে ধরে, 'এদিনতো আর আসবেনা!' এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে, যেদিন যায় সেদিন কি আর আসে! জোছনার মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেনা। মীর কাটায় কাটায় ওর দেয়া জামাটা পরেই হলরুমে পৌছে। রুমে পর্যাপ্ত আলো। অনেকেই এসেছে। তারপরও সভাকক্ষকে কেমন অস্পস্ট আলো আঁধারের মতো মনে হলো মীরের। হতে পারে জোছনাকে দেখতে পেলোনা বলে। ডানপাশে পিছনে কিছু কর্মচারীর গুঞ্জন সামনের এক কর্মচারী চেয়ার ঢুকিয়ে বসতে চাইছে। বড় সাহেব স্বাগত বক্তব্য শুরু করে দিয়েছেন। সভার ভাবগাম্ভীর্য ফিরছে না; আবার ফিসফাস করে কথা বার্তাও চলছে। চলছে কারো মোবাইলে কথা বলা। রেগে গেলেন, বড় সাহেব। এক জরীপকারকের খোঁজ শুরু হলো। সে সভায় আসেনি। প্রসঙ উঠলো, এপি সাহেবের। তাকেও একচোট। মীরের কাছে মনে হলো, হঠাৎ করেই যেন বিকেলের পড়ন্ত রোদ উল্টো মধ্য গগনে। ক্রমেই পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে। মীরের কাছে মনে হলো, বিদায় অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য অন্য আর পাঁচটা অনুষ্ঠানের মতো না। আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হতে থাকা পরিবেশটা কিভাবে ঠান্ডা করা যায়, এটাই তার চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়ায়। পুরো অনুষ্ঠান কেমন প্রানহীন মনে হলো মীরের কাছে।

অত্যন্ত আবেগ প্রবন মানুষ, বড় সাহেব। লেখালেখি করেন, অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও। থাকতে চান সৎ, নির্মোহ এবং অন্যদের সে ধারায় পরিচালিত করতে চান। তাই তাঁর মতের পথের অন্যথা হলেই তিনি অগ্নিমুর্তি ধারন করেন। মীর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। প্রস্তুতি নাই। গতকালই সন্ধ্যায় শুনেছে অনুষ্ঠানের সংবাদ। তবুও কিছুতো বলতে হয়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে এক জুনিয়র সহকর্মী বলেছিল, ভাই আজকে আপনার কবিতা শুনবো।' সেকথাও মনে হলো মীরের। যা বলতে চেয়েছিল তা বলার মতো পরিবেশের অভাব মনে হলো মীরের নিকট। পাশের বিদায়ী মহিলা সহকর্মী তেমন কিছুই বলতে পারলো না আবেগে। তার সকল কান্না জমাট বরফ হয়ে গলায় আটকে গেল যেন। বললে হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেতো। কিন্ত তা হলো না। মীর নস্টালজিয়ায় ভর করে। বিগত সময়ে কত মুখইতো সে এ হলরুমে বসে সভা করতে দেখেছে। চেনামুখগুলো কিভাবে ঝাপসা হয়ে গেছে। কোথায় যেন হাড়িয়ে যায় সব। হঠাৎই অনুষ্ঠান সঞ্চালকের মুখ থেকে তার নাম ঘোষিত হলো। মীর বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত করা যায় এ বিষয়ে ভাবলো। বাড়তি কথায় যাবেনা সে। কবিতা দিয়েই সে শুরু এবং শেষ করবে। বড় সাহেবের মুখের দিকে এক পলক। বুঝতে পারলো সেখানে উষ্ণতার পারদ এক যায়গায় স্থির। বড় সাহেবের কথা দিয়েই শুরু করে, 'আমরা শুরু করতে জানি শেষ করতে জানিনে (বলেছিলেন বিগত দিনের কোন এক সভায়)।' তবে মীর সংক্ষেপে শেষ করার আশ্বাস দিয়ে বলে, 'যে মুখ গুলোর সঙ্গে এক সাথে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সে মুখগুলো এখন আর খঁজে পাইনে।' সে সব চেনামুখ খুঁজতে খুঁজতে কবিতার মধ্যে ঢুকে যায় মীর। উচ্চারণ করতে থাকে তার প্রিয় কবির কবিতা। ' খুঁজে তারে মরো মিছে পাড়াগার পথে তারে পাবে নাকো আর।' কবিতা শেষ হলেই পূর্ব প্রসঙের রেফারেন্স দিয়ে বলতে থাকে, কেরানী পদবীটা যেন একটা অভিসাপের মতো ব্যাপার। সে অভিজ্ঞতায় দেখেছে নিম্মমানের কেরানী থেকে চৌত্রিশ বৎসর পরে উচ্চুমানের কেরানী হয়েও বেতন বাড়েনি এক টাকাও! মীরের কাছে এটা অবিচার এবং পরিহাস ছাড়া আর কিছুইনা! সব জায়গায় পরিবর্তনের ছোঁয়া। শুধুমাত্র এখানে অপরিবর্তন রয়ে গেছে। পদবী পরিবর্তনের জন্য রাস্তায়ও নেমেছে। কিন্ত আশ্বাস ছাড়া আার কিছু জুটেনি। এই এক যায়গায় মেধা বিকাশের কোন সুযোগ নেই। ধন্যবাদ পাওয়া ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ 'বাশি' কবিতায় সেই কেরানী জীবনের দুর্বিসহ ছবিই একেছেন। সে আবৃত্তি করে বাশী কবিতার অংশবিশেষ 'কিনু গোয়ালার গলি, দোতালা বাড়ির লোহার গরাদে দেয়া.. একতলা ঘর..পথের ধারেই..' এবং উল্লেখ করতে ভুলেনা, কয়েকদিন আগে বড় সাহেব কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বই বিতরণ করেছেন। তার অনুযোগ, সে অফিসার হলে হয়তো বইটা পেতো। এবার বড় সাহেব বিষয়টা আঁচ করে সভা কক্ষেই বইটা আনিয়ে মীর কে দিলেন। মীর তার উপলব্ধির স্কেলে বুঝতে পারে পরিবেশের উষ্ণতা কমতে শুরু করেছে। আরো একটু হালকা করার জন্য মীর আবৃত্তি করে আরো একটি কবিতা এবং আবৃত্তি শেষে লেখকের নাম ঘোষিত হলে হলরুমে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের সৃষ্টি করে। কিছুটা পুলকিত মনে হলো বড় সাহেবকে। কারণ কবিতাটা বড় সাহেবেরই লেখা। মীর পিনপতন নিরবতায় 'বনলতা সেন' কবিতাটিও শেষ করে। মীর বিদায় অনুষ্ঠানকে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে রুপান্তরিত করে ফেলে।

বড় সাহেব তার সমাপনি বক্তব্যে সভা শুরুর প্রারম্ভে তিক্ততার প্রসঙ্গ তুললেন এবং কেন তিনি রেগে গেছেন তার ব্যাখ্যা দিলেন। উল্লেখ করতে ভুললেন না,'এ বিষয়ে আগেই একজন (মীর) ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে। ওটাই আমার কথা।' বড় সাহেব আরো যোগ করলেন, তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাস। কিন্ত তাঁর কবিতা কখনোই তাঁর মুখস্থ হয়নি। তাঁর (বড় সাহেবের) কবিতা সভায় আবৃত্তির জন্য নিজেকে 'অভাজন ' উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানালেন মীরকে। সভা শেষ হলো। মীর পিছন ফিরতেই জোছনার ম্লান হাসি। সব বলার যেন বলা হয়ে গেল তার বিষন্ন হাসির মধ্য দিয়ে। যার জন্য আজকের এ বিদায় অনুষ্ঠানে আসা। মীরের ভিতরটা আলোয় ঝলমল করে উঠে। সভায় প্রবেশ করেই খুঁজেছে যাকে, সে পিছনেই ছিল তাহলে! মীর তাৎক্ষণিকভাবে যা বলতে চেয়েছিল তা বলতে পারলোনা। কি বলতে চেয়েছিল সে? মীর বলতে চেয়েছিল, বড় সাহেবের আবেগ প্রকাশের ধরন সম্পর্কে, বলতে চেয়েছিল তাঁর সততার প্রসঙ্গে। কিন্ত পরিবেশটা উত্তপ্ত হওয়ার কারণেই বলতে ভরসা পেলনা। যদি আরো উত্তপ্ত হয়ে যায়! বক্তব্য বিষয় ছিল, পদবী নিয়ে। তিনি মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোন। তার আবেগ প্রকাশের ধরনই বলে, তিনি মহিলা না কি পুরুষ। বিষয়টা দুটো বিখ্যাত ছোট গল্পের তুলনামূলক চিত্রকল্প থেকে মীর স্পস্ট করে। একটি ইংরেজ লেখকের গল্প। গল্পের নাম,'গিফট অব ম্যাগি।' গল্পের মূল চরিত্র একটি এতিম বালক। পাহাড়ের পাদদেশে লেখকের সঙ্গে তার পরিচয় এবং তা থেকে ঘনিষ্ঠতা। যেহেতু সে এতিম বালক কাজেই তার মায়ের রুপটি লেখকের মধ্যে সে কল্পনা করে। বলা বাহুল্য লেখক একজন মহিলা। নাম 'মারজরি কিননান রলিঙ্গস। 'লেখকও বালকটির প্রতি কিছুটা স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন। বালকটি লেখকের হাতের মোজা, হাতের আঙুল, পা, পায়ের মোজা প্রভৃতি একটার পর একটা নেড়েচেড়ে স্পর্শ করে দেখেছে ; আর অনুভব করার চেষ্টা করেছে তার মাও ঐ রকমের মোজা পরতো,হয়তো দেখতেও ওরকমই ছিল ইত্যাদি। এক সময় লেখক চলে যাবেন বালকটিকে জানায় এবং বালকটিকে প্রতিদিনের মতই একই জায়গায় থাকতে বলে। কিন্ত বালকটি প্রচন্ড অভিমানে সেদিন তার নিকটে আসেনা। লেখক দ্যাখেন, বালকটি, সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে নিরবে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষ্টমাস্টার গল্পের রতন গড়াগড়ি করতে থাকে তাকে পোস্টমাস্টার সঙ্গে না নেয়ার জন্য। ইংরেজী গল্পে উল্লেখিত 'ম্যাগি' এবং পোষ্টমাস্টারের 'রতন' প্রায় সমবয়সী। কিন্ত আবেগ প্রকাশ, একজন সরবে আর একজন নিরবে। ম্যাগি ক্লান্ত সন্ধ্যার মতই দূর থেকে একবার মাত্র লেখকের দিকে দৃষ্টিপাত করে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে রতন কান্না চেপে রাখতে না পেরে গড়াগড়ি করতে থাকে। নারীর আবেগ ব্যক্ত সরবে, পুরুষের আবেগ ব্যক্ত নিরবে অব্যক্ত কান্নায়। তবে এটাও হয়তো সত্য, যিনি লেখেন, কবিতা পড়েন তার আবেগই সম্পদ। সে আবেগ তার সততার প্রতি। মানুষের নিখাদ ভালোবাসার প্রতি। যে বিষয়ে প্রানের ছোঁয়া নেই, তাতো আবেগ শূন্য, কৃত্তিম। নিখাদ বিষয় সে সততাই হোক আর ভালোবাসাই হোক তা কখনোই আবেগহীন কৃত্তিম অশ্রুজলবিহীন হতে পারেনা। মীরের উপলব্ধি এটাই। বড় সাহেবের কথা আবার মীরের মনে পড়ে। বড় সাহেব বলে ছিলেন, 'অতীতের লেগাছি বহন করছি, সহজ হতে চাই, পারিনা।'

এটাকি অন্যদের বেলায়ও সত্য নয়? বিশেষ করে অন্য সকল কর্মচারীদের বেলায়। তারা চোখের সামনে দেখেছে, অতীতে কেউ কেউ ওজনদার ব্রিফকেস নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ যেভাবে আসেন সেভাবেই চলে যান। কর্মচারীদের মধ্যেও কেউ কেউ সে সুযোগে শহরে গাড়ি, বাড়ির মালিক হয়েছে,এলিট হয়েছে তাদের সন্তানেরা। ধর্মে কর্মে মনোনিবেশ করে নিশ্চিন্তে আয়েশী দিন পার করছে। যার তালপাখা জুটতোনা, অন্যের বাড়ি খেয়ে পড়ে লেখা পড়া শিখেছে ;তাদের কেউ কেউ এসি রুমে ঘুমায়। আবার কেউ কেউ বিনা চিকিৎসায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় চলে গেছে, পুরো সংসারকে অনিশ্চয়তায় ফেলে। সত্য দুটোই। যেখানে অর্থ হলে অভিজাত হওয়া যায়। দান ধ্যান করে, স্থানীয় মক্তব মাদ্রাসায়, মহৎ হওয়ার অভিধা জোটে। রুচির পরিবর্তন হয়। সেখানে সুযোগ থাকা সত্তেও অর্থকে উপেক্ষা করা, কয়জনের পক্ষে সম্ভব। এই বাস্তবতায়, সৎ থাকা, নির্লোভ থাকা, নির্মোহ থাকা সত্যিই খুব কঠিন। শুধু নিজে সৎ থাকা নয়, অন্যকেও সে পথে নিয়ে আসা। সে যে শুধু নিজে বাহবা পাওয়ার জন্য, তা নয় প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, সর্বোপরি দেশের মঙ্গলের জন্য। বড় সাহেব, নিরলস সেটাই করে চলেছেন। ভালো মানুষ সমাজে অনেক আছেন। কিন্ত বড়পদে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে মানুষের দাড়ানোর জায়গা থাকেনা! মীরের না বলা কথা অব্যক্তই রয়ে গেল।

সবাই চলে গেছে। ফুলের তোরাটা মীরের এক হাতে। অন্য একটা প্যাকেট মীরের অন্য হাতে। জোছনার কথা মনে হলো তার। ও বোধহয় চলেই গেছে এতক্ষণে। ইচ্ছে ছিল ফুলের তোরা দিয়ে (ফেয়ার অয়েলে প্রাপ্ত) ওকে নিয়ে শেষের দিনের শেষ ছবিটা তোলার। তা হলোনা। ও এমনই। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নাই হয়ে যায়। দুদিন পরতো এটা শুকিয়ে যাবে। 'এ দিন তো আর আসবেনা' এটাতো ওরই কথা। এতো তাড়া যে পিছনে না তাকিয়ে হনহন করে সোজা গাড়িতে। যেন ঘর পোড়া! মাঠে ঘাস খেতে যাওয়া চতুস্পদ প্রাণী যেমন বৎসের ডাকে দ্রুত গৃহে ফিরে, সংসার ওকে সেভাবে টানে। তাই এমন কত আকাঙ্খা মিলিয়ে গেছে বিগত দিনে তার হিসেব আছে হয়তো মীরের কোন ডায়রিতে। ছবিটা বের করে। অর্ধেক ঘোমটার আড়ালে।

সেখানেও অস্পস্টতা, রহস্যময়তা! এখানেও জীবনানন্দ 'বিপন্ন.. বিস্ময়.. অর্ন্তগত রক্তের ভিতরে খেলা করে..।' সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ আগে। আশপাশে সুনসান নিরবতা। চারতলার বারান্দায় দাড়িয়েই মীর লক্ষ্য করে মুখ গোল করে বৃক্ষরাজির ডালপালা ছাপিয়ে চাঁদ ওঠেছে। চাঁদটাকে এতো স্বচ্ছ মনে হলো, যেন আকাশের বারান্দায় কয়েক হাজার পাওয়ারের একটা বাল্ব ঝুলছে। মীর একদৃষ্টে অনেক্ষণ চেয়ে থাকে সেদিকে। ওকি চাঁদ নাকি জোছনার মুখ। ডালপালাগুলো কি নিষ্ঠুর! আচমকা মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছিল ওকে সেদিন। ওর নিকট থেকে 'শ্রুত' সে ডালের আঘাতে,'ওহ! মাগো!' বলে পড়ে যাওয়ার এক্সক্লুসিভ দৃশ্য মীরের চোখে হঠাৎই ভেসে উঠে। দাগটা অস্পস্ট হলেও আছে এখনো। সে দাগ ছুঁয়ে কষ্ট ছুয়ে দেখা যেন! মীর তাই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল! একটা কষ্ট বুকের মধ্যে মোচর দিয়ে ওঠে মীরের।

বিপদ যেন কখনো কখনো আছড়ে পরে শরাহত পাখির মতো কারো নিরিবিলি আটপৌড়ে সংসারে! সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবে, আশির দশক থেকে যে জীবনের শুরু আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তার চলা শেষ হলো। যে মুখ দেখার জন্য নদী, মাঠ, ঘাট গ্রাম পেরিয়ে ছুটে আসতো। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সে আকাঙ্খা এক মুর্হুতের জন্যও অবদমিত হয়নি। কেন তা বোধ হয় সে নিজেও জানে না! আজ পেশাগত দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ হলো। কিন্ত সে রয়ে গেল এখানে এই ক্যাম্পাসে। বাকী সময়টা যেন ওর এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে, এটাই মীরের একান্ত চাওয়া। প্রিয় সে মুখ ও কন্ঠের উচ্চারণ, 'আজকের দিনটাতো আর আসবেনা ..!' স্মরণ করতে করতে মীর রেল লাইনের দিকে পা বাড়ায়।

সকালের ট্রেনটা চলে গেছে অনেক আগে। পাথর বোঝাই করে একটা মালবাহী বগিট্রেন এসে থামে। মীর লক্ষ্য করে কিছু ঠিকানা বিহীন মানুষ স্টেশনের প্লাটফর্মে জড়ো হয়েছে। ওদেরও ছাদ নাই মাথার উপরে। প্লাটফর্মের ছাদই ওদের ভরসা! একটা পাকা বেঞ্চিতে গিয়ে মীর বসে। শীত যাই যাই করছে। স্টেশনের ভিতরের মুদি দোকান থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে মীরের কানে ... 'শুধু যাওয়া আসা.. শুধু স্রোতে ভাষা.. শুধু আলো আঁধারে .. কাঁদা হাসা..।' শূন্য আকাশ যেন ভরে গেল সে গানের সুরে। চাঁদের বুক থেকে জোছনা ঝরছে। সে জোছনার মায়াবী আলোয় মীর জোছনার বিষন্ন ম্লান হাসিভরা মুখ মনে করতে করতে রেল লাইনের পথ ধরে বাসার দিকে হাটতে থাকে।

(লেখক: সাবেক উচ্চমান সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর)

ঃ কবিতা ঃ

সনেট ট্রিলজি

শামসুদ্দীন আহমেদ

(১) জাতির জনক

উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতার বঙ্গভূমির মৃত্তিকা
পেয়েছিল পূর্বাভাস - আসবে এক দানবীর সহস্র বছরে,
বহু ত্রাণকর্তার ঘটেছিল আগমন বাংলার সম্মুখ সফরে,
স্বর্গীয় আশির্বাদে বাংলা দিলো জন্ম আরও এক সাহসী ত্রাণকর্তা।
তিনি ছিলেন আপোষহীন নেতা, সকল ত্রাণকর্তার সেরা,
বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি আর দয়ার ভারে ছিলেন সদা নত,
আবার ক্ষুব্ধ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফাঁদে অবিচার যত,
যার পরিচর্যায় ছিল অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসক ও সহযোগী দোসররা।
হয়েছিল অধঃপতিত সাম্রাজ্যবাদের সকল শক্তি আর উন্মত্ততা,
হয়েছে বঙ্গমাতার পূনর্জন্ম, বেড়েছে মান-সম্মান ও মর্যাদা,
ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা।
চোরাগোপ্তা আর নির্বিবেক ছিল শয়তানদের কৌশল পরিচালনা,
করেছিল তাঁকে সপরিবারে হত্যা, বিপদগ্রস্থ হয়েছিল মোদের অস্তিত্ব,
চিরদিন রাখবে ধরে স্মৃতি তাঁর সদা জাগ্রত স্বাধীনতার চেতনা।

(২) নীরব সঙ্গী

জনতার কোলাহল থেকে বহুদূরে প্রকৃতির প্রশান্তিতে
ফার্ণগাছ ও শস্য-উদ্ভিদে ভরা বিল অঞ্চলের মাঝে,
জন্মেছিলেন তিনি আঁকাবাঁকায় বহমান বাইগার নদীর তীরে,
টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ-ফরিদপুর অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবারে।
কৈশোর থেকেই ছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবন সঙ্গিণী
যেমন ছিলেন ইতিহাসে কমলা, কস্তুরবা ও লক্ষ্মী।
বুনেছিলেন তিনি মুজিবের মানসিক কাঠামো নীরবে
ধানমন্ডির বাসায় দক্ষিণ প্রান্তের ছাঁদের নীচে।
মুজিব আদর্শের করেছেন পরিচর্যা, দিয়েছেন সিদ্ধান্ত সংকটকালে,
রাজনৈতিক সভায় দেননি কখনও সাথী হওয়ার তাড়া,
রেসকোর্স ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর সংবর্ধনা ছাড়া;
সেনা ঘাতকদের হত্যাকান্ডে হয়েছেন নিহত উভয়ে, পুরুষ উত্তরাধিকারী সকলে।
রেহানা আর হাসুকে করেছে দুঃখী, হয়েছে জাতির মঞ্চ জনশূন্য,
নীরব সঙ্গী তো বঙ্গমাতা-খোকা'র রেনু, নহে অন্য কেহ ভিন্ন।

(৩) বঙ্গকন্যা

প্রকৃতির প্রিয় সন্তান লীলাভূমি সোনার বাংলা,
সোনার বাংলার প্রিয় সন্তান বঙ্গকন্যা হাসিনা মুজিব,
হাজার বছরের মহানায়ক জ্বালিয়েছিলেন এ প্রদীপ,
জাতীয় সংগ্রামে যে প্রদীপ অনির্বাণীয় ও অফুরন্ত।
পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটে ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়ন
আর জাতীয় ক্ষতের জরুরী চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন।
রাজনীতিতে নেই শীতনিদ্রা, সদা প্রহরার হবে প্রতিস্থাপন,
অগ্রযাত্রায় সাবধানতা, মনে ইতিহাসের শিক্ষা আর উদাহরণ।
একদিন আমরা দেখতে চাই তাঁকে রংধনুর মাঝে,
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আর জনগণের আস্থা নিবে তাঁকে সেখানে,
নিজ মাতৃভূমিতে দেশপ্রেমে নেই কোনকিছু হারাবার,
শাসক হিসেবে ভরসা একমাত্র খোদার, নয় মানুষের কানে কথার।
করো না শোক, ফেলনা অশ্রু, মুজিবের মতই স্বপ্ন দেখবে,
ভাল ফসল তুলতে ঘরে অতিবাড়ন্ত শাখাগুলো ছাঁটতেই হবে।
(লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক অধ্যক্ষ, ফরিদপুর)

স্বপ্ন অথবা অস্তিত্বের খুনসুটি

মোঃ মাসুম রেজা

স্রষ্টার সাথে তর্ক হচ্ছিল: 'আমাকেই কেন?'
ওবিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না তাই'
'সংখ্যা কি হঠাৎ করে এতই কমে গেল'
'না, তবে.....
ওও বুঝতে পেরেছি।'
আমি কি বুঝলাম? ঘুম থেকে উঠে এই
প্রশ্নটা মগজের ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল।
আমি কি এখান থেকে অনেক দুরে
উল্টোমুখে দুনিয়ার সকল অস্তিত্বগুলোকে
দেখছি আর আফসোসের লালায় ভিজে
যাচ্ছে আমার চোখ, নাকি এই ঘামে ভেজা
চাদরে শুয়ে সিগারেটের ধোয়ায় আমার
বোধ হচ্ছে 'গরমটা বড্ড বেড়েছে!'?
ঘরের ভেতরটায় সকালের রোদ নাকি
গোধুলি বোঝা যাচ্ছে না।
আমার কি উচিৎ: চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে
স্পর্শ করে দেখা আমার মাথাটা সেই আগের
জায়গাটায় আছে কিনা, নাকি হাতের তালু
দিয়ে আলতো করে ঘামের কয়েকটা ফোঁটা
সরিয়ে চোখ খোলার চেষ্টা করা?
আমার ঘরের ভিতর অনেক ধরনের গন্ধ!!!
নাকি ঘাম আর ময়লার আস্তর পরা জামাটা!!!
নাতো, সব মনে পড়ছে.....আমি তো, আমি
এই তো! এই তো আমি!
তাহলে....না, না, তাহলে আবার কি?
পা ফেলতে গিয়ে দেখি.....
নিচে সারি সারি মাথার খুলি।
(লেখক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর)

জ্যোৎস্না সম্প্রদায়

জাকির জাফরান

আলেকজান্ডার থামো, এখানে বাংলার শুরু। নই
আরব বণিক, প্রেমিক পুরুষ আমি কৌম-জীবনের;
সংগ্রামে, নিভৃতে, আজো যারা পক্ষীর ভাষায় কথা
বলে, যারা নারকেল পাতায় পিছলে পড়া জ্যোস্নায়
ধোয় এলোচুল। আমি সেই আদি তামাটে রক্তের
উত্তরাধিকার যারা শিকার ও সংগ্রহের দিনে
গড়ে তোলে অভিসার। পোড়ানো মাটির অলংকারে
চূড়া করে খোঁপা বেঁধে, অমিয় ভান্ডার খুলে দেয়
দ্রাবিড় রমণী। দাঁড়াও হে আলেকজান্ডার, শোনো,
এখানে বাংলার শুরু, এ সীমান্তরেখা অতিক্রম
করো না, ভেতরে লড়াকু পুরুষ, পাশে বসে আছে
চন্দ্রমুখী শ্যামলা রমণী। পোষা পাখি উড়ে গেলে,
এ নারী ঘরের কোনে খোঁজে পায় হারানো আকাশ,
খোঁজে পায় হেমনদী, বাহ্যজ্ঞান, হেমন্ত-বাগান।
(লেখক: সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোয়ালমারী, ফরিদপুর)

আটপৌরে জীবনের প্রলাপ

রেজভী জামান

তুমি হাত রাখবেনা বলে কি এ বুকে প্রেম জাগবেনা?
তুমি বিষন্ন হলে কি আমার জগতে লাগবে চন্দ্রগ্রহন?
তুমি নিবিড় আলিঙ্গনে বাধবেনা বলে কি আমি নির্বাসনে?
চুলে আঙুলের ছোঁয়া দাওনা বলে কি আমার নির্ঘুম কাটে রাত?
বোতামটি লাগিয়ে দাওনা বলে কি আজ শূন্য রাখি বক্ষ?
সম্মোহনের যাদুমন্ত্র না থাকলে বুঝি বাঁচেনা মানুষ?
আমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, এতদিন চলতো যেমন
অষ্টপ্রহর কেটে যায় শ্রমে,ঘামে, ক্লান্তির আবেশে
স্বপ্ন দেখতেই হবে, আজ এমনটা ভাবিনা
তাই বলে দুঃস্বপ্ন দেখারও নেই কিঞ্চিত অবকাশ
প্রাতে ঘুম ভাঙে, কেটে যায় দিনরাত্রির দীর্ঘ প্রহর
হোক না আটপৌরে, তবুওতো বেঁচে আছি, ভাল আছি।
(লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

প্রেম, জোৎস্না ও জোয়ার

শেখ ফিরোজ

এক মুঠো জোৎস্না হাতে নিয়ে চোখ বুজি;
প্রেম খুঁজি পূর্ণিমা চাঁদে ভিজে।
সে প্রেম জ্যান্ত বটে। যখন জীবন্ত নিজে।
সে জোৎস্না, সে প্রেম পলাতক হয় যদি অমাবস্যায়;
তবে তারে প্রেম ভেবে লাভ কী?
যদিও জীবন্ত নিজে। নিরেট আঁধারে ভিজে।
তবে কি প্রেম মানে জীবন? নাকি জোৎস্নার জোয়ার?
জীবনের যবনিকায় জোৎস্না এলে-
তারে নিয়ে কেউ কি খেলে? তারে কি চেনে এই সংসার?
জলহীন নদীটির নাম হয় সংহার; খাল বলে চেনে তারে পৃথিবী!
ঝরা পাতা চিঠি দেয় প্রতিদিন!
তার কাছে কতঋণ প্রকৃতির;
জবাব মেলেনা তো সে চিঠির কোনদিন।
প্রেম জোৎস্না, জীবন কিংবা জল -
টিকে থাকে অবিকল; বেনামী চিঠিতে -
যদি তা লিখে যায় যৌবন নিঃস্বার্থ প্রতিদানে।
(লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক)

আটপৌরে সংলাপ

এসএফ ফরিদ

আমাকে ঘুমোতে দেয়নি অপরাহ্নের কাছাকাছি
তুচ্ছ সময়ে; অথবা সূর্যাস্তের বেদনার্ত মুহূর্তেও।
ঘুমোতে দেয়নি- মাঝ রাতের নিস্তব্ধ পৃথিবীতে।
অবিরত যাতনায় অশ্রুরা ঝরে পড়ে মাটিতে।
কংক্রিট মাটি। আরও বেশি মায়াহীন!
ওর কাছে অশ্রু আর পানীয় জলের তফাৎ নেই!
ঘুম কেড়ে নেয়া ব্যথা-আসমানে থাকেনা,
সে আমার অভ্যন্তরে। মাংসপেশি বা মস্তিষ্কের কাছাকাছি।
ও জানে-দূর থেকে যৌবন কাবু করা যায়না।
ইতিবাচক মন প্রস্তুত সারাক্ষণ, তারে রুখবার তরে।
তবুও সে যৌবন; রুগী হয়ে আজ পড়ে আছে ঘরে।
হয়তো বা পৃথিবীটা কারও ঘুম কারও কাছে বর্গা দেয়
পর্বত পৃথিবীরে যেভাবে বর্গা দেয় ঝর্ণা জল;
সরোবর যেভাবে দেয় শতদল।
দংশনে হৃত যৌবন এমনই ভাবে। প্রাচুর্য বা অভাবে।
আচ্ছা, এ ভয়ানক ব্যথা কতো ডেল হতে পারে?
৫ কিংবা ১০ অথবা ২০ এর বেশি নয় বটে।
এ ব্যথা মায়ের প্রসব যাতনার চেয়ে বেশি নয় মোটে।
সে ব্যথা আরও ঢের! ৪৫ ডেল অবধি! সে ব্যথা গগনবিদারী...
সে ব্যথা উপেক্ষা করেই ফুটে উঠে মাতৃত্বের হাসি।
আমার ব্যথা পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে শিক্ষা দেয় আমাকে।
যে পৃথিবীতে বৃদ্ধাশ্রম চিতায় দগ্ধ হতে হয় মাকে।
(লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক)

বদলী-বিদায়

আবুল বাশার

চাকুরি জীবনে বদলী-বিদায়, সবারই হতে হয়
সুখ দুঃখের কত যে স্মৃতি, সেথায় পরে রয়।
কতজন যে হয় আপন, ছেড়ে যেতে লাগে ব্যাথা,
ক্ষনে-ক্ষনে মনে পড়ে যে, কত দিনের কত কথা।
যাবার বেলা বিদায় জানায় সবাই অশ্রু চোখে
মনে হয় যেন কত আপনজন, যাচ্ছি সেথায় রেখে।
পুরানো স্মৃতি পিছে ফেলে দিয়ে নতুন করে বাঁধি নীড়,
নতুন করে কত স্বপ্ন এসে সেথায় করে ভীড়।
আবার সেথায় কিছু দিন থেকে নতুন কোথাও ছুটি,
এমনি করে চাকুরির বয়স যায় যে সবার টুটি।
চাকুরি শেষে অফিস হতে বিদায় জানায় সবে
সুখ-দুখের হাজারো স্মৃতি মনেতে গেঁথে রবে।
কিছু দিন আমি রইলাম বাড়ি; বসেনা ঘরে মন
ভাবি একাএকা কি ভাবে শেষ, হচ্ছে এ জীবন।
হাটতে চলতে পায়েতে আমি পাইনা তেমন বল
জানিনা কখন হটাৎ আমি হয়ে যাই অচল!
কেমন করে কেটে যে গেল ৬৭ বছর!
কত কাজ যে করেছি জীবনে ছিলনা
অবসর।
একা একা ভাল লাগেনা বসে ভাবি দিনরাতে,
হটাৎ কখন যে শেষ বদলী হয়ে, ছুটবো অচেনা পথে!
(লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক)

সেই কবি

এবি বাচ্চু

কবি, যার কবিতায় থাকে
হাসি-কান্না, দুঃখ বেদনার ছবি।
বাংলায় চাই সেই কবি
যার কবিতার ছন্দে ভাসবে,
অপরূপ বাংলার মন ভোলানো প্রতিচ্ছবি।
যার কবিতায় হারিয়ে যায় মানুষ
দূর, কোন দূর অজানায়,
শৈশবের সকল স্মৃতি ভাসে
চোখের কানায় কানায়।
আমাদের চাই বাংলায়
সেই বিদ্রোহী কবি,
যার কবিতায় রক্ত দোলে
যুদ্ধ করে পেয়ে ছিলাম
স্বাধীন বাংলার ছবি।
আমরা পেতে চাই পল্লীবাংলার
সেই দরদী কবি
যার কবিতায় মানুষ হাসবে কাঁদবে
ভুলে যাবে দুঃখ ব্যাথা সব ই।
(লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক)

অবরুদ্ধ শহরে একজন মুক্তিযোদ্ধার দাফন

মোতালেব হোসেন

ঝড়ো হাওয়া বইছে, বৃক্ষ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে
ঝরাপাতার স্তূপের পাশে কুড়ানীর মা, সোনামুদ্দির মেয়ে,
বলাবলি করছে,'খবর জানস বু', দ্যাশ জানি কোন্‌দিকে যাইত্যাছে,
ঢাহায় নাকি বড় গোলমাল অইত্যাছে।'
এমন সময় পাশ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘরে ঢুকে মঞ্জু
জানায়,'যুদ্ধ অনিবার্য, মিছিলে মিছিলে অগ্নিগর্ভ সারা শহর! '
শুনেই মায়ের তড়াশে মুখ শুকায়,'সাবধানে থাকিস বাবা,
উস্‌কোখুশ্‌কো চুল, ময়লা জামা, দেখেছিস, কী হয়েছে বেশ তোর!'
সেদিন অনেকক্ষণ বসেছিল ওঁর মায়ের কাছে। বারান্দায় বসে দেখছিল,
দূরের আকাশে পাকজান্তার বোমারু বিমান, নিরাপদ সুদৃঢ় ঔপনিবেশ,
শকুন উড়ছে যেন, কোথায় গেল জীবনানন্দের 'সোনালী ডানার চিল'!
এখানে ঘরের কোণে কোকিল এনেছে বসন্ত আম,জামরুলের গাছে
ঘুঘু ডাকছে একমনে, সঙ্গী ঘুঘুটি তার, হয়ত কোনো নীড়ের খোঁজে গেছে;
মঞ্জু তন্ময় হয়ে শুনে। শুকনো গোলাপের পাপড়ি দু'- একটি তার পকেটে,
কে যেন কবে জানালা দিয়ে ঘোলাটে চাঁদের ধূসর আলোয় দিয়েছিল ছুড়ে,
চোখেমুখে দুপুরের তাতানো রোদ, তবুও তা মনে হতেই
মলয় বাতাসে মেজাজে স্নিগ্ধতার ছায়া পড়ে।
মা বলে গেল,' আজ আর বাইরে যাইও না কোথাও, ঘুমাও এসে ভিতরে।'
বিশ বছরের টগবগে যুবক ঘনীভূত আক্রোশের বাষ্পে চড়ে
শুয়ে শুয়ে বোমারু বিমান ধরতে শূন্য হাতে দিগন্তে উড়ে!
জানুয়ারি থেকে মার্চ, প্রচন্ড উত্তেজনায় কম্পিত গ্রাম থেকে শহরের রাজপথ।
হঠাৎ একদিন কানখাড়া করে মাঠের কৃষক, নৌকার মাঝি,
পালিত গবাদি পশু, ঝোপঝাড়ের পাখপাখালি, শহরের তাবৎ মানুষ;
পিপড়ার সারির মতো জলপাইরঙের সাঁজোয়া কামান প্রভৃতি মারণাস্ত্র নিয়ে,
গুরুগম্ভীর আওয়াজে, শহরে দানব ঢুকে '৭১–এর একুশে এপ্রিল।
নির্বোধ পশুরা দুইপাশের শান্ত গ্রাম-বাড়ি-ঘর জনপদে আগুন
ছড়াতে ছড়াতে ভেবেছিল দেশটা যেন জয় করে ফেলল।
সেদিনই আঙিনার আটজন নিরীহ সাধু হানাদারদের মারণাস্ত্রের প্রথম খোরাক হলো।
'গ্রামে কোনো আত্মীয় নাই, কই যামু, সকলরে নিয়ে।' সারাক্ষণ বিড়বিড় করে,
বৃদ্ধমাস্টার। পাড়া, মহল্লা থমথমে, কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো যেন সারা শহরে।
কয়টা মাস গেল কোনোভাবে দমগুঁজে, বৃষ্টি নিয়ে এলো আষাঢ়।
মায়ের অবিরল কান্নার মতো শ্রাবণের ধারা, রাতে থেমেথেমে শুনা যেত,
ঝিঁ ঝি পোকা আর শিয়ালের একটানা বিষণ্ন আর্তচিৎকার।
মাছ,আনাজ তরকারির আকাল, কেউ আর আসে না তেমন গ্রাম থেকে,
চায়ের দোকানী হঠাৎই খুলে,আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বন্ধ করে চলে যায়।
একদিন সে নিচুস্বরে মঞ্জুকে, 'এখানে এসো না আর, ওরা খুঁজছে তোমাকে।'
'৭১–এর আটই আগস্টের অপরাহ্ণ, কেবলই এসে বসেছে,
জরুরি কিছু ইনফরমেশনের জন্য, শুধুই অছিলা– চা খাওয়া।
আচমকা ঘেরাও হলো,' পেয়েছি এবার, পালাবি কোথায়?
শালা! বাপের নাম ভুলিয়ে দেব, সহজে মারব না তোকে'
জীবন্ত মানুষখেকো পাঠান মেজর আকরাম, একুশে আগস্ট পর্যন্ত চালায় অমানুষিক টর্চার;
স্যাঁত সেঁতে অন্ধকারে, তাঁর শরীর হতে প্রতিদিন উষ্ণ রক্ত গড়াতে থাকে।
শরীরের সর্বত্র ঘা, শিরদাঁড়া টনটনে ব্যাথা
তবুও মনে পড়ছিল বুঝি তার, তুরস্কের কবি নাজিম হিকমত,
চিলির কবি পাবলো নেরুদা, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দক্ষিণ আফ্রিকার
কবি বেঞ্জামিন মোলয়'স এর উপর শ্বেতাঙ্গ পুলিশের নির্মমতার কথা!
শুনতে পেল যেন সুকান্ত, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণী। সাহস জোগায়
৭ ই মার্চের অবিনাশী গর্জন; রক্তক্লেদমাখা অসাড় দেহে, মাটিতে উঁচু করি শিড়
'একটি কথাও পাবে না,আমাকে মেরে ফেলো- মেরে ফেলো আমাকে, মেজর!
এভাবে আস্তে-আস্তে, ধীরে-ধীরে না, একসাথে এক গুলিতে'
ঘুটঘুটে অন্ধকার টর্চার সেলে মঞ্জুর আর্তচিৎকার!
'এ কী দেখলাম আমি! এ কী বীভৎস নিষ্ঠুরতা!
ও শাজু (শাহজাহান) কারা যেন মারছে ওকে! '
রাতের গভীরতা ভেঙে হাউমাউ করে উঠে বৃদ্ধা মা,
আগরাতে দেখা স্বপ্নের কথা বলে, জীবিত বড় ছেলেকে।
'থামো তো,মা! সকালেই খোঁজ নেব, ঘুমাও এখন। '
'জানাও আমাকে 'ও' কোথায় কিভাবে আছে?
মন বলছে, সে সকাল মঞ্জুর হবেনা আর!
আমার ঘুম 'ও' ই কেড়ে নিয়ে গ্যাছে! '
শাঁ করে একটি গাড়ি এসে থামে, কটমট বুটের আওয়াজ
ওদিকটায় মিলিয়ে যায়। জেগে সবাই, দমফাটা নিস্তব্ধতা
কিছুক্ষণ পরে, আবার একই আওয়াজ, তীব্র গোঙরানো আর্তনাদ
'আমি.. না, আমি.. না! ' ' চুপ কর্ শালা!'- চলে গেল গাড়িটা।
'আজ আবার কাকে যেন ধরে নিয়ে গেল'-বৃদ্ধ মাস্টার ফিসফিস করে,
'দুর্বিষহ নির্ঘুম যন্ত্রণার রাত যেন শেষ হতে জানে না!'
এমন রাতেও করালী কৈবর্ত, মুরালী মাছ ধরে সামনের রাস্তা দিয়ে যায়,
হাতে বঁড়শি, জাল, ছোট হারিকেন। 'ডরাস না তোরা, গেছিলি কই ?'
'বিলেখ্যা আলাম কর্তা, প্যাট কি ঘরে থাকব্যার দেয়!
খাল-বিলে যাই-জলে আধার ধরি-জলই মোগো বাঁচায়,
যুদ্ধে আমাগো মরণ নাই! '
'এ কথা মাকে কীভাবে বলি, 'ও'কে চায়ের দোকান থেকে ধরে নিয়ে গ্যাছে!'
'উঠানে পায়চারি করে বড় ভাই, 'কোথায় যামু-যামু কার কাছে?
তখনি শুনে মুরালীর কণ্ঠ, 'এ বাড়ির মঞ্জুকে দ্যাখলাম খালের কিনারে..
গুলিবিদ্ধ.. গুলি করছে ব্রীজের উপর খাড়া কইরে।'
সাথে সাথে করালীর ধমক, ' চুপ থাক্! বাতাসেরও কান আছে!'
মহল্লার সোনামুদ্দিরা মঞ্জুকে আনে, রক্তমাখা, পাটিতে মোড়ানো
কলাগাছের মতো করে, যেন কেউ বুঝতে না পারে!
চোখদুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে, টেঁটায়মারা মাছের মতো শরীর,
কাপড়ে মুখ চেপে বাষ্পরুদ্ধ- ওঠে চাঁপা কান্নার রোল- দ্যাখে সকলে এক নজর।
জবাই করা প্রাণীর মতো বুক চাপড়ায়, তার মা,'এতো কইলাম, যাইসন্যা,
খ্যাপা কুত্ত্যার মতো আজরাইল টহল দিছে সারা শহরে; তবুও তুই শুনলিনা!'
'তাড়াতাড়ি করেন,জানোয়াররা এক্ষুনি আইস্যা পরবার পারে!' - তাগিদ সোনামুদ্দির
মাত্র কয়জনে মিলে জানাজা উঠানে, বিস্ফারিত অশ্রুনেত্রে দাঁতে দাঁত চাপে বৃদ্ধ মাস্টার,
'গেস্টাপোরা পার পায়নি, মনে রাখিস, তোরাও পাবি না! '
অত্যন্ত চুপিসারে আলীপুর গোরস্তানে হলো তাঁর শেষ ঠিকানা।
গেজেটে নাম নাই ওঁর, হয়তো আরো অনেকের..
যাদের নাম আছে, কে বলতে পারে হলফ করে,
'তারাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা! ' স্বাধীনতার এতকাল পরে..
এ জিজ্ঞাসা ওঁর পরিবারের নয় শুধু, সচেতন সকল মানুষের!
গেজেটে ওঁর নাম উঠুক অথবা নাই-ই উঠুক,
বিস্মৃতির অন্ধকারে আমরা তাঁকে হারিয়ে যেতে দেব না কোনোদিন,
এ সত্য কে মুছে ফেলতে পারে, এদেশের স্বাধীনতার জন্য
এ জাতির রয়েছে তাঁরও কাছে রক্তের ঋণ!

(শহীদ কবীর আহম্মেদ চৌধুরী (মঞ্জু) অধ্যয়নরত ছিলেন ঢাকায় এক কারিগরী ইনস্টিটিউটে। পিং-মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। '৭১ –এ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে বাসায় (লক্ষীপুরে) ফিরেন। ২১ শে এপ্রিল'৭১, ফরিদপুরে পাক মিলিটারী আসে। শহরে বাসায় থেকে অত্যন্ত গোপনে বোয়ালমারী, নগরকান্দা, ভাটিয়াপাড়া প্রভৃতি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে হানাদার বাহিনীর গতিবিধি সহ অন্যান্য তথ্য জানাতে থাকেন। ৮ই আগস্ট সন্ধ্যায় শহরের এক চায়ের দোকানে হঠাৎই তিনি মুখোমুখি হলেন বাচ্চু রাজাকারের। ধরে নিয়ে গেল হানাদার বাহিনীর মেজর আকরামের কাছে। বার/তেরদিন অমানুষিক নির্যাতনের পর ২১ শে আগস্ট রাতে এক ব্রীজের উপর হাত পা বেঁধে ব্রাশ ফায়ার করে নদীতে ফেলে দেয়। তথ্য: ১৮ ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকা, স্থানীয় লাশ বহনকারী কতিপয় ও পরিবারের সদস্য)

(লেখক: সাবেক উচ্চমান সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর)